

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

তাবলীগী জমাতের নেছাবরূপে অনুমোদিত

جَزَاءُ الْأَعْمَالِ

জাযাউল আ'মাল

বা

কর্মের ফলাফল

মূল লেখক

মুজাদ্দেরে মিল্লাত হজরত মাওলানা

আশরাফ আলী থানবী (রঃ)

অনুবাদক

মাওলানা মোঃ ছাখাওয়াত উল্লাহ্

এম, এম, রিসার্চ স্কলার

একমাত্র পরিবেশক

তাবলীগী কুতুবখানা

৬০নং, চক সার্কুলার রোড,

চক বাজার, ঢাকা—১২১১

## সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	৫
প্রথম পাঠ	৭
প্রথম অধ্যায়	
পাপ করিলে দুনিয়াতে কি কি ক্ষতি হয়	১০
পাপ করিলে কি কি অপকার হয় উহার বিস্তারিত বর্ণনা	১৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	
আল্লাহর তা বেদারী ও এবাদতের পার্থিব উপকারিতা	২৫
ছালাতুল হাজত	৩৩
এস্তেখারার নামাজ	৩৪
তৃতীয় অধ্যায়	
গোনাহ্ এবং আজাবে আখেরাতের মধ্যে সম্পর্ক	৩৮
আলমে বরজখ বা কবর	৪২
চতুর্থ অধ্যায়	
এবাদত ও উহার ফলাফলের দৃষ্টান্ত	৫০
পরিশিষ্ট	
কতিপয় বিশিষ্ট আমলের উপকারিতা ও অপকারিতা	৫৬
কয়েকটি বিশিষ্ট নেক আমল	৫৬
কয়েকটি গুরুত্ব পূর্ণ বদ আমল	৫৮
আখেরী গোজারেশ	৬৪

মানুষ কেবল নেকী ও বদীর সুফল ও কুফল শুধু আখেরাতেই ভোগ করিবে বলিয়া মনে করে। অথচ দুনিয়াতেও যে ভালমন্দ কাজের ফলাফল অনেকাংশে ভোগ করিতে হয় অনেকেই সেই বিষয়ে অবগত নহে। আর আমাদের দুনিয়াবী কাজের সহিত আখেরাতের আজাব ও ছওয়াবের যে নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে উহার বিষয়ে মানুষের পুরাপুরি ধারণা নাই। মানুষের ধারণা সাধারনতঃ এইরূপ যে পরকালে আজাব ও ছওয়াবের একটা স্বতন্ত্র প্রসঙ্গ রহিয়াছে যদ্বারা আল্লাহুতায়ালার যাহাকে ইচ্ছা পাকড়াও করিয়া শাস্তি দান করিবেন, আর যাহাকে ইচ্ছা অফুরন্ত নেয়ামতের মালিক বানাইয়া দিবেন। মনে হয় যেন আজাব ও নেয়ামতের সহিত ইহজীবনের নেকী বদীর কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই ধারণা কোরান ও হাদীসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার জন্য প্রথমতঃ কোরান হাদীছ ও বুজুর্গানের বাণীসমূহ দ্বারা একথা প্রমাণ করা হইবে যে, নেকী ও বদীর দ্বারা আখেরাতে যেমন উহার সুফল ও কুফল ভোগ করিবে তেমন দুনিয়াতেও উহার কিছুটা সুফল ও কুফল সংঘটিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ ইহাও প্রমাণ করা হইবে যে, আমল ও পরিণামের মধ্যে এমন সম্পর্ক রহিয়াছে

যেমন আগুন জ্বলাইলে খানা পাক হয়, খানা খাইলে তৃপ্তিলাভ হয় এবং পানি ঢালিয়া দিলে আগুন নিভিয়া যায়। এই ভাবেই ইহকালের কার্যাবলীর সহিত পরকালের ফলাফল সম্পর্ক যুক্ত রহিয়াছে।

আশা করি আল্লাহর মেহেরবাণীতে এই দুইটি কথা বুঝে আসার পর মানুষের মনে এবাদতের প্রতি অনুরাগ ও পাপ কাজের প্রতি ঘৃণা পয়দা হওয়া সহজ হইবে। এতদউদ্দেশ্যে এই সংক্ষিপ্ত "জায়াউল আ'মাল" পুস্তিকাটি রচনা করা হইল। একমাত্র আল্লাহর তওফীকেই ইহা সম্ভব।

## প্রথম পাঠ

আমলের সহিত ছাওয়াব ও আজাবের সম্পর্ক পবিত্র কোরানে মজীদে বিভিন্ন বর্ণনা ভঙ্গিতে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে, কোথাও আমলকে শর্ত এবং উহার প্রতিক্রিয়াকে প্রতিদান বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, যেমন কোরানে পাকে এরশাদ হইতেছে।

فَلَمَّا عَتَوْا عَمَانَهُمْ لَمَسُوا نَارًا لَمْسُوا نَارًا فَخِذُوا يَوْمَئِذٍ أَنْفُسَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَلْعَنُونَ

“যখন তাহারা নির্বিধি কাজ করিয়া নাফরমানী করিল তখন আমি বলিলাম তোমরা নিকৃষ্টতম বানরে পরিণত হইয়া কৃতকর্মের সাজা ভোগ কর।”

ইহা দ্বারা পরিস্কার প্রমাণিত হইল যে, অবাধ্যাচরণ করার দরুণই তাহারা এইরূপ শাস্তিভোগ করিল। অন্যত্র বর্ণিত আছে।

فَلَمَّا أَسْفَوْا نَأْتِيهِمْ مِّنْهُمْ

“তাহারা যখন নাফরমানী করিয়া আমাকে অসন্তুষ্ট করিল তখন আমি তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিলাম।”

এই আয়াতে পরিস্কার বুঝা গেল, শাস্তিভোগ করার একমাত্র কারণ হইল আল্লাহর নাফরমানী।

অন্য আয়াতে এরশাদ হইতেছে—

إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

অর্থাৎ : “যদি তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর তবে তিনি তোমাদের জন্য উপযুক্ত পয়স্মালা করিয়া দিবেন আর গোনাহ সমূহ মাফ করিয়া তোমাদিগকে দোষ মুক্ত করিবেন।”

আরও এরশাদ হইতেছে—

لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِينَهُمْ مَاءً غَدَقًا.

“যদি তাহারা (পাপের পথ পরিত্যাগ করিয়া) সরল পথে মজবুত থাকিত তবে আমি তাহাদিগকে প্রচুর পানি দান করিতাম।”

অন্য আয়াতে এরশাদ হইতেছে—

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَأَخِوانُكُمْ فِي الدِّينِ.

“যদি তাহারা তওবা করে ও নামাজ কায়ম করে আর জাকাত আদায় করে তবে তাহারা তোমাদের দ্বিনী ভাই।”

আরও এরশাদ হইতেছে—

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ.

কেয়ামতের দিন পাপীদিগকে বলা হইবে, এই শাস্তি তোমাদিগকে তোমাদের গোনাহের কারণেই দেওয়া হইতেছে।”

আরও বলেন—

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا.

“যেহেতু তাহারা আমার আয়াত সমূহকে অস্বীকার করিয়াছিল।” আবার এরশাদ হইতেছে—

فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ.

“তাহারা আপন প্রতিপালকের পয়গম্বরকে অস্বীকার করার দরুণই আল্লাহ পাক তাহাদিগকে পাকড়াও করিলেন।”

তাহাদের বিষয় আরও বলা হইতেছে—

فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ

“তাহারা মুহা (আঃ) ও হারুন (আঃ) কে অস্বীকার করিল। কাজেই তাহারা ধ্বংস হইয়া গেল।”

ইউনুছ (আঃ) এর বিষয় বর্ণিত হইতেছে—

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ  
إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ

“ইউনুছ (আঃ) যদি তাহ্বীহ পাঠকদের অন্তর্ভুক্ত না হইতেন তবে ক্বেয়ামত পর্যন্ত মাছের পেটেই আবদ্ধ থাকিতেন।”

অন্যত্র এরশাদ হইতেছে—

وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ

“তাহারা যদি নহীহতের বিষয়বস্তুর উপর আমল করিত তবে তাহাদের জন্য ভালই হইত।”

এই সমস্ত আয়াত পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করিতেছে যে, আমল এবং আজাব ও ছওয়াবের মধ্যে যথেষ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে।

## প্রথম আধ্যায়

### পাপ করিলে দুনিয়াতে কি কি ক্ষতি হয়

গোনাহের দরুণ যেই সমস্ত ক্ষতি সাধিত হয় উহার কোন ইয়ত্তা নাই। এখানে কোরান ও হাদীছের আলোকে সংক্ষিপ্ত ভাবে উহার কিছুটা বর্ণনা দেওয়া যাইতেছে, অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

কোরানে মজীদে নাফরমান লোকদের বহু কেছা ও তাহাদের শাস্তির বিষয় উল্লেখ রহিয়াছে, উহা সকলেই অবগত আছেন। একমাত্র নাফরমানীর কারণেই ইবলীছ আছমান হইতে বিতাড়িত হইয়া জমীনে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তাহার ছুরত বিগড়াইয়া যায়, রহমতের পরিবর্তে গজবে পতিত হয়। নুহ (আঃ) এর জমানায় কোন কারণে সমস্ত জগত বাসী মহা প্লাবনে ডুবিয়া মরিয়াছিল। আদ বংশের লোকজন ভীষণ ঘূর্ণিঝড়ে কেন ধ্বংস হইল? বিকট গর্জনে কওমে ছামুদ কলিজা ফাটিয়া কেন নিপাত হইল? লুত (আঃ) এর কওমকে কেন আকাশে উঠাইয়া উল্টাইয়া দেওয়া হইল? কওমে শোয়ায়েবের উপর মেষের ছুরতে অগ্নি কেন বর্ষিত হইল? মহাপাপী ফেরাউন সদল বলে লোহিত সাগরে কেন ডুবিয়া মরিল? সারা জীবনের সঞ্চিত ধন-সম্পদ সহ কারুন কেনই বা মাটির নীচে ধুসিয়া গেল? দুষ্টাচার ও পাপাচার বনী ইসরাঈল বিভিন্ন আজাবে গ্রেপ্তার হইয়া কেনই বা ধ্বংস হইয়া গেল? কখনও অত্যাচারী বাদশার কবলে, কখনও উকুন বেঙের উপদ্রবে, আবার কখনও ভীষণ তুফানে নিপতিত হইয়া, শেষ পর্যন্ত শূকর এবং বানরেও পরিণত হইতে দেখা যায়। এইসব কিসের বদৌলতে হইয়াছিল? একমাত্র আল্লাহর নাফরমানীর দরুণই উল্লেখিত ঘটনা সমূহ সংঘটিত হইয়াছিল।

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

সমস্ত ঘটনারই সংক্ষিপ্ত সার এইভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যে,

‘অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক জুলুম করিবার পাত্র নহেন বরং তাহারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করিয়াছিল।’

এখন চিন্তা করিয়া দেখুন পাপীষ্ঠগণ আপন পাপের দরুণ দুনিয়াতেই কতশত প্রকার আজাব ভোগ করিয়াছিল।

ইমাম আহমদ এবনে হাম্বল হইতে বর্ণিত আছে, মুহলমান কতক সিসিলী দ্বীপ জয়ের দিন হজরত আবু দারদা (রাঃ) একাকী বসিয়া কাঁদিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া হজরত জোবায়ের এবনে নকীর (রাঃ) বলিলেন, আজ যখন ইছলাম এবং মুহলমানগণকে আল্লাহ্ পাক জয়যুক্ত করিয়া ইজ্জত দান করিয়াছেন তখন আপনার কান্নার কারণ কি হইতে পারে? তিনি উত্তর করিলেন, আয় জোবায়ের, আফছোহ! তুমি এই সহজ কথাটি বুঝিতে পারিলে না? যখন কোন জাতি আল্লাহর হুকুমের অবাধ্যাচরণ করে তখন তাহারা শাহী তখতের মালিক হইয়াও বিরূপ বেইজ্জত ও পর্যুদস্ত হইতে পারে। সিসিলী বাসীর এই শোচনীয় পরিণতি দেখিয়াই আমি কাঁদিতেছি।

একটি হাদীছে বর্ণিত আছে, মানুষ পাপ কর্মের দরুণ প্রাপ্য রিজিক হইতে মাহরুম হইয়া যায়। এবনে মাজা গ্রন্থে আবদুল্লাহ্ এবনে ওমর হইতে বর্ণিত আছে, আমরা দশজন লোক হুজুরের খেদমতে হাজির ছিলাম, হুজুর (ছঃ) আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ফরমাইলেন, পাঁচটি ভয়ানক ব্যাপার হইতে আল্লাহ্ তোমাদিগকে হেফাজতে রাখুন। সেই পাঁচটি কাজ হইল, কোন জাতির মধ্যে নির্লজ্জতার কাজ যখন ব্যাপকভাবে শুরু হইবে তখন তাহাদের মধ্যে প্লেগ এবং এমন রোগ সমূহ দেখা দিবে যাহা তাহাদের পূর্ব পুরুষগণ কখনও দেখে নাই।

(২) কোন জাতি ওজনে কম দিতে আরম্ভ করিলে তাহাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা



দিবে আর অত্যাচারী শোষকের কবলে নিপতিত হইবে। (৩) কোন জাতি জাকাত বন্ধ করিয়া দিলে রহমতের বৃষ্টি হইতে তাহারা বঞ্চিত হইয়া যাইবে। পশুপক্ষী না থাকিলে তাহাদের উপর একটি ফোটাও বৃষ্টি বর্ষিত হইবে না। (৪) কোন জাতি ওয়াদা খেলাফ শুরু করিলে ভিন্ন কোন দুশমন তাহাদের উপর জয়যুক্ত হইয়া তাহাদের ধন-সম্পদ সব আত্মসাৎ করিয়া লইবে। (৫) এবনে আবিদ্দুনিয়া বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি আশ্মাজান হজরত আয়েশা (রাঃ) এর খেদমতে ভূমিকম্পের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করেন, মানুষ যখন জিনা করাকে জায়েজ কাজের ন্যায় প্রকাশ্যে করিতে থাকে ও শরাব এবং গান-বাদ্য আরম্ভ করে তখন আল্লাহ পাক অসন্তুষ্ট হইয়া জমীনকে কম্পমান হইতে আদেশ করেন।

খলীফা ওমর বিন আবদুল আজিজ (রঃ) রাজ্যের সর্বত্র এই বলিয়া একটি ফরমান জারী করিয়াছিলেন যে—

ভূমিকম্প আল্লাহ পাকের গজবের একটি নিদর্শন। অতএব আমার আদেশ হইল, সমস্ত মুছলমান অমুক মাসের অমুক তারিখে ময়দানে গিয়া কান্নাকাটি করিবে এবং সাধ্যমত ছদ্কা খয়রাত করিবে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিতেছেন।

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

নিশ্চয় সফলতা লাভ করিয়াছেন ঐসব লোক যাহারা পবিত্রতা হাছেল করিয়াছে এবং স্বীয় প্রতিপালকের নাম স্মরণ করিয়াছে ও নামাজ কায়েম করিয়াছে।

হে লোক সকল ! তোমরা আদম (আঃ) এর মত এইভাবে দোয়া করিতে থাকিও।

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ  
مِنَ الْخَاسِرِينَ.

‘হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা নিজের নফ্‌ছের উপর জুলুম করিয়াছি, যদি তুমি ক্ষমা না কর এবং আমাদের উপর রহম না কর তবে আমরা সর্বনাশ হইয়া যাইব।’

হজরত ইউনুছ (আঃ) এর মতে এইরূপ দোয়া করিতে থাক— লা-ইলা-হা ইল্লা আনতা ছোবহ-নাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ্জালেমীন। অর্থাৎ হে খোদা ! তুমি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই, তোমারই পবিত্রতা বয়ান করিতেছি, নিশ্চয়ই আমি অপরাধ করিয়াছি।

এবনে আবিদ্দুনিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুরে আকরাম (ছঃ) এরশাদ করিয়াছেন— যখন আল্লাহ্ তায়ালা বান্দাদিগকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করেন তখন বেশী বেশী করিয়া শিশু সন্তানদের অকাল মৃত্যু দিয়া থাকেন এবং মেয়েলোকগণ বন্ধ্যা হইয়া যায়।

মালেক এবনে দীনার (রঃ) বলেন, আমি হেকমতের কিতাবসমূহে পাঠ করিয়াছি, ‘আল্লাহ্ তায়ালা বলেন— আমি সমস্ত বাদশার বাদশাহ্। বাদশাহের অন্তর আমার হাতের মধ্যে, যাহারা আমার হুকুম পালন করে আমি বাদশাহের অন্তর তাহাদের জন্য সদয় করিয়া দেই। আর যাহারা আমার নাফরমানী করে আমি বাদশাহের অন্তর তাহাদের জন্য নিষ্ঠুর করিয়া দেই। অতএব তোমরা রাজা-বাদশাদিগকে মন্দ বলিওনা বরং আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমিই তাহাদিগকে তোমাদের উপর মেহেরবান করিয়া দিব।’

ইমাম আহমদ (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ পাক বনী ইহ্রাঈলদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন— আমার এবাদত করিলে আমি রাজী

আমি যখন রাজী হই, বরকত দান করি এবং আমার বরকতের কোন সীমা নাই। পক্ষান্তরে আমার নাফরমানী করা হইলে আমি রাগান্বিত হইয়া অবাধ্য ব্যক্তির উপর লানত বর্ষণ করিয়া থাকি আর সেই লানতের তাহীর তাহার সাত পুরুষ পর্যন্ত পৌছিয়া থাকে।

আম্মাজান হজরত আয়েশা (রাঃ) হজরত মোয়াবিয়া (রাঃ) এর নিকট একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন, মানুষ যখন খোদার নাফরমানী শুরু করে তখন যে ব্যক্তি তাহার প্রশংসা করিত সেও তাহার কুৎসা রটনা করিতে আরম্ভ করে।

### পাপ করিলে কি কি অপকার হয় উহার বিস্তারিত বর্ণনা

১। পাপের দ্বারা মানুষ এলেম হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়, কেননা এলেম একটি বাতেনী নূর বিশেষ, আর সেই নূর গোনাহের দরুণ নিভিয়া যায়। ইমাম মালেক (রঃ) ইমাম শাফেয়ী (রঃ) কে এই বলিয়া অছিয়ত করিয়াছিলেন যে, আমি দেখিতেছি যে, আল্লাহ পাক তোমার অন্তরে একটা নূর পয়দা করিয়াছেন কাজেই তুমি সেই নূরটাকে গোনাহের অন্ধকার দ্বারা ধ্বংস করিয়া দিওনা।

২। গোনাহের দরুণ রিজিকের বরকত কমিয়া যায়। এই বিষয়ক হাদীছ ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

৩। গোনাহের দরুণ আল্লাহর সহিত সম্পর্কহীনতা পয়দা হয়, সামান্যতম বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিও ইহা বুঝিতে পারে। জনৈক বুজুর্গের নিকট কোন ব্যক্তি আল্লাহর সহিত মনের অনাগ্রহ অবস্থার অভিযোগ করিলে তিনি উপদেশ দেন—

وَإِذَا كُنْتَ تَدْرُ أَوْ حَشْتَكَ الذَّنُوبَ نَدِّعُهَا إِذَا  
شِئْتَ وَاسْتَأْنَسْ

পাপের দরুণ যখন তুমি খোদার নৈকট্য হইতে দূরে সরিয়া যাও তখন তুমি উহাকে পরিত্যাগ কর ও আল্লাহর সহিত সম্পর্ক স্থাপন কর।

৪। পাপের দরুণ মানুষের সহিতও সম্পর্ক কমিয়া যায়। বিশেষ করিয়া নেক লোকের সহিত উঠাবসা করিতে মন চাহে না। এইভাবে নেক লোকের বরকত হইতে তাহারা বঞ্চিত হইয়া যায়। জনৈক বুজুর্গ বলেন, আমি যদি কোন গোনাহ করিয়া ফেলি তবে উহার তা'হীর আমার স্ত্রী ও আমার জানোয়ারের মধ্যে অনুভব করিতে থাকি। যেহেতু তাহারা তখন আর আমার কথা পূর্বের ন্যায় শুনিতে চাহে না।

৫। গোনাহ্‌গার ব্যক্তি কাজ কারবারে অনেক বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়। তার বিপরীত পরহেজগারী এখতিয়ার করিলে কামিয়াবীর রাস্তা বাহির হইয়া যায়।

৬। গোনাহ করিলে অন্তর মরিয়া যায় এবং উহার তা'হীর পরিস্কারভাবে চেহায়ায় ফুটিয়া উঠে অর্থাৎ লোকটি সুন্দর হইলেও তাহার চেহায়ায় নূর থাকে না। উহার প্রভাব অন্তরে প্রতিফলিত হয়। যদ্বারা সে বেদআত ও অপকর্মে লিপ্ত হইয়া ক্রমান্বয়ে ধ্বংস হইয়া যায়।

৭। গোনাহের দরুণ শরীর এবং অন্তর দুর্বল হইয়া পড়ে। অন্তর দুর্বল হওয়ার অর্থ হইল নেক কাজের আগ্রহ হ্রাস পাইতে পাইতে অবশেষে উহা সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হইয়া যায়। বাকী শারীরিক শক্তি মানসিক শক্তির অধীন হওয়ার দরুণ শরীরও ক্রমান্বয়ে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। ভাবিয়া দেখুন পারশ্য ও রোম অধিবাসীগণ অধিক শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও মানসিক দুর্বলতার দরুণ ছাহাবাদের সামনে টিকিয়া উঠিতে পারে নাই।

৮। পাপের দরুণ মানুষ এবাদত হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়। মনে করুন পাপের কারণে আজ একটি কাল একটি পরশু একটি এইভাবে প্রতিদিন একটি

করিয়া নেক কাজ ছুটিয়া গেলে অবশেষে সে যাবতীয় সৎকর্ম হইতে দূরে সরিয়া পড়ে।

৯। পাপের দরুণ হায়াত কমিয়া যায়। হাদীছে বর্ণিত আছে, নেক কাজের দ্বারা হায়াত বৃদ্ধি পায়। কাজেই উহা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, বদ কাজের দরুণ হায়াত কমিয়া যায়। এখানে হায়াত কি করিয়া কম বেশী হইতে পারে এই বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা অবাস্তব। কেননা শুধু যে হায়াত মউত তক্বদীরে লেখা আছে এমন নহে। রিজিক দৌলত, সুখ-দুঃখ আমীরী-গরীবী সবকিছুই তক্বদীরে লেখা আছে, তবুও আমরা সব কাজে চেষ্টা করিয়া থাকি এবং চেষ্টা করার জন্য আমাদের প্রতি আদেশ করা হইয়াছে। তক্বদীরের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিতে বলা হয় নাই। সুতরাং তক্বদীরে হায়াত মউত লেখা আছে বিধায় আমরা চেষ্টা ও সৎকাজ ত্যাগ করিতে পারি না।

১০। একটি গোনাহ্ অন্য একটি গোনাহের সহায়ক হইয়া পাপী ব্যক্তি ক্রমান্বয়ে পাপের ভিতর ডুবিয়া যায়। অবশেষে উহা এমন অভ্যাসে পরিণত হয় যে, উহা হইতে আর পরিত্রাণ পাওয়া যায় না।

১১। গোনাহ্ করিতে থাকিলে মানুষ তওবার তওফীক্ হারাইয়া ফেলে এমন কি ঐ অবস্থাতেই তাহার মৃত্যু আসিয়া যায়।

১২। অধিক গোনাহ্ করিতে করিতে উহা যে একটি অন্যায় কাজ এই ধ্যান ধারণা অন্তর হইতে মিটিয়া যায়। বরং ক্রমান্বয়ে নির্লজ্জভাবে সগৌরবে প্রকাশ্যে উহা করিতে থাকে। এইরূপ ব্যক্তি আল্লাহর ক্ষমা হইতে দূরে সরিয়া পড়ে। যেমন ভজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যাহারা প্রকাশ্যভাবে গোনাহের কাজ করে তাহারা ব্যতীত আমার সমস্ত উম্মতই ক্ষমার যোগ্যতা রাখে। প্রকাশ্য ভাবে গোনাহ্ করার অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাহার গোনাহের কথা গোপন রাখেন, কিন্তু বান্দা নিজেই সকাল বেলায় নিজেকে

বেইজ্জত করিয়া নিজের পাপের কথা এইভাবে বলিয়া বেড়ায় যে, আমি অমুক দিন অমুক পাপ কাজ করিয়াছি অথচ আল্লাহ্ পাক তাহার পাপকে গোপন রাখিয়াছিলেন। আবার পাপ কখনও কুফুরীর সীমায় পৌছিয়া যায় জনৈক বুজুর্গ বলেন, তোমরা গোনাহের ভয় করিতেছ, কিন্তু আমি কুফুরের ভয় করিতেছি।

১৩। যে কোন পাপই আল্লাহ্র দুষমনদের ত্যাজ্য সম্পত্তি। সুতরাং পাপী ব্যক্তি যেন আল্লাহর শত্রুদের উত্তরাধিকারী। যেমন বালকদের সহিত অপকর্ম করা লুত (আঃ) -এর কওমের কৃত ত্যাজ্য সম্পত্তি আর ওজনে কম দেওয়া শোয়ায়েব (আঃ) এর কওমের ত্যাজ্য সম্পত্তি, অত্যাচার অবিচারের দরুণ অশান্তি সৃষ্টি করা ফেরাউনদের মীরাছ, জুলুম ও অহংকার কওমে-হদের মীরাছ। অতএব পাপীষ্ট লোকেরা উক্ত পাপী সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তিরই অংশ ভোগ করিতেছে। হজরত এবনে ওমর হইতে বর্ণিত আছে, হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন —

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে কোন সম্প্রদায়ের অনুসরণ করিবে তাহাকে উক্ত সম্প্রদায় ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে।

১৪। গোনাহ্গার ব্যক্তি আল্লাহতালার নিকট ঘৃণিত ও লাঞ্চিত হইয়া যায়। আর যে আল্লাহ্র দরবারে লাঞ্চিত হয় মানুষের নিকট তাহার কোন ইজ্জত থাকে না। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন।

وَمَنْ يَمُنِ اللَّهَ نَأَلَهُ مِنْ مَكْرِهِ

আল্লাহ্‌যাহাকে বেইজ্জত করেন কেহই তাকে ইজ্জত দিতে পারে না।

১৫। পাপের অপকারিতা শুধু পাপীই ভোগ করে না বরং অন্য মাখলুকও তাহার দরুণ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে, কাজেই সকলেই তাহার উপর লানত

বর্ষণ করিয়া থাকে। হযরত মুজাহেদ (রঃ) বলেন, দুর্ভিক্ষের দিনে চতুস্পদ জন্তু মানুষের উপর লানত করিয়া থাকে।

১৬। গোনাহ করিতে করিতে মানুষের বুদ্ধি বিবেক বিলুপ্ত হইয়া যায়, যেহেতু "আকুল" একটি নূর বিশেষ, আর সেই নূর পাপের অন্ধকার দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যায়। বরং গোনাহ করাই বিবেক শূন্যতার পরিচায়ক, সুস্থ বিবেক থাকিলে কেহই এই কথা জানিয়াও যে আমি আল্লাহর কুদরতি হাতে আবদ্ধ আছি, কখনও অপকর্মে লিপ্ত হইতে পারে না। আর এই কথাও সে জানে যে, আমার পাপের জন্য ফেরেশতাগণ সাক্ষী রহিয়াছে, কোরান এবং ঈমান নিষেধ করিতেছে, মৃত্যু এবং দোজখের ভয়ংকর দৃশ্য আমার সামনে রহিয়াছে। ক্ষণিকের ইজ্জত আমাকে অনন্ত চিরস্থায়ী শান্তি হইতে বঞ্চিত করিতেছে। এসব চিন্তা করা সত্ত্বেও কি কোন জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি পাপ করিতে পারে?

১৭। গোনাহের একটি বিরাট ক্ষতি এই যে, গোনাহগার ব্যক্তি রাছুলে আকরাম (ছঃ) এর লানতের মধ্যে পতিত হইয়া যায়। যেহেতু হুজুর (ছঃ) অনেক গোনাহের উপর লানত করিয়াছেন। আর যেইসব কাজ গোনাহ হইতেও বড় উহার জন্য ত নিশ্চয় অভিশাপ রহিয়াছে, যেমন হুজুর (ছঃ) লানত করিয়াছেন ঐ সব স্ত্রী পুরুষের উপর যাহারা সুচ ও নীলের দ্বারা শরীরে নকশা অঙ্কন করে বা করায়।

লানত করিয়াছেন ঐসব মেয়েলোকের উপর যাহারা অন্যের চুল নিজের চুলের সহিত মিলাইয়া নিজের চুলের পরিমাণ বাড়াইয়া লয়। লানত করিয়াছেন ঐ ব্যক্তির উপর যে নিজ স্ত্রীকে তালাক দিয়া হিলা করিয়া হারামকে হালাল করিবার জন্য অপরের নিকট স্ত্রীকে এই শর্তে বিবাহ দেয় যে, বিবাহের পর সহবাস করিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে। এই উভয় ব্যক্তির উপর লানত।

হুজুর (ছঃ) আরও লানত করিয়াছেন চোরের উপর এবং যে মদ পান করে বা করায় বা তৈয়ার করে বা বিক্রী করে বা উহা দ্বারা পয়সা উপার্জন করে বা মদের বোঝা আনয়ন করে সকলের উপর।

আরও লানত করিয়াছেন, যে জমির সীমানা লঙ্ঘন করে, আর যে নিজের বাপকে মন্দ বলে। আর ঐসব পুরুষের উপর যাহারা নারী লোকের ছুরত এখতিয়ার করে, এবং ঐসব মেয়েলোকের উপর যাহারা পুরুষের পোশাক পরিধান করে। আরও লানত করিয়াছেন ঐসব লোকের উপর যাহারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামের উপর জবেহ করে আর যাহারা দ্বীনের মধ্যে নূতন জিনিস সৃষ্টি করে বা সেই বেদআতীকে যে আশ্রয় দেয় তাহার উপর, লানত করিয়াছেন যে জানদারের ফটো তোলে তাহার উপর। যে বালকদের সহিত অপকর্ম করে তাহার উপর, যে জানোয়ারের সহিত অপকর্ম করে তাহার উপর, যে জানোয়ারের চেহায়ায় দাগ লাগায় তাহার উপর, আরও লানত করিয়াছেন ঐসব মেয়েলোকের উপর যাহারা মাযারে যায় এবং যাহারা মাযারে ছেজ্জা করে অথবা বাতি জ্বালায়। আরও লানত করিয়াছেন ঐ ব্যক্তির উপর যে কোন মেয়েলোককে তাহার স্বামী হইতে অথবা কোন গোলামকে তাহার মনিব হইতে পৃথক করিবার কুমন্ত্রণা দেয়। হুজুর (ছঃ) আরও লানত করিয়াছেন ঐসব লোকের উপর যাহারা স্ত্রীর পশ্চাদ দ্বার দিয়া ছোহবত করে। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, যে মেয়েলোক রাগ করিয়া স্বামীর বিছানা হইতে পৃথক হইয়া রাত্রি যাপন করে ভোর পর্যন্ত ফেরেশতা গণ তাহার উপরে লানত করিতে থাকে।

আরও লানত করিয়াছেন ঐ ব্যক্তির উপর যে নিজের বাপকে ছাড়িয়া অন্যের সহিত বংশ পরিচয় দেয়। হুজুর পাক (ছঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দিকে বিদ্রূপ বা ভয় দেখাইবার উদ্দেশ্যে অস্ত্র দ্বারা ইশারা করে ফেরেশতাগণ তাহার উপর লানত করে। যাহারা ছাহাবাদিগকে মন্দ বলে



তাহাদের উপরও লানত করিয়াছেন। যাহারা জমীনের উপর অনর্থক অঘটন ঘটায়, বা আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদ করে বা আল্লাহ ও রাছুলকে কষ্ট দেয় বা শরীয়তের আহকামকে গোপন করে এই সবার উপর লানত করিয়াছেন।

হুজুর (ছঃ) আরও লানত করিয়াছেন ঐসব লোকের উপর যাহারা সতীসাধবী নারীদের উপর জিনার অপবাদ দেয় আর যাহারা মুছলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদিগকে উৎসাহিত করে। আর যাহারা ঘুষ খায় অথবা ঘুষ দেয় অথবা ঘুষ লওয়া দেওয়ার ব্যাপারে সহায়তা করে।

১৮। পাপ করিলে ফেরেশতাদের নেক দোয়া হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়। কোরআন শরীফে এরশাদ হইয়াছে —

যেই সমস্ত ফেরেশতা আরশ বহন করিতেছেন আর যাহারা আরশের চতুর্দিকে অবস্থান করিয়া আল্লাহ পাকের প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছেন যে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি সীমাহীন এলেম এবং রহমতের মালিক, সুতরাং যাহারা তওবা করে — ও আপনার পথে চলে তাহাদিগকে আপনি ক্ষমা করুন ও জাহান্নামের আজাব হইতে হেফাজত করুন।

দেখুন, ঐসব লোকের জন্য ফেরেশতাগণ দোয়া করিতে থাকেন যাহারা আল্লাহর পথে চলে, আর যাহারা পাপ করিয়া বিপথগামী হয় তাহারা এত বড় নেয়ামত হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়—

১৯। গোনাহের দরুণ দুনিয়ার বুকে নানাবিধ অশান্তির সৃষ্টি হয়। আল্লাহ পাক বলেন—

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ.

“অর্থাৎ মানুষের কৃতকর্মের দরুণ জলে স্থলে অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে।”

ইমাম আহমদ (রঃ) একটি হাদীছের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, আমি কোন এক সময় বনি উমাইয়াদের রাজ কোষে খেজুরের দানার সমান এক একটি গমের দানা দেখিয়াছি। ঐগুলি একটি থলির মধ্যে ছিল এবং উহার উপর লেখা

ছিল, 'ইনছাফের যুগে এইরূপ ফসল উৎপন্ন হইত' বুজুর্গেরা বলেন, আগের জমানার ফল বর্তমান জমানা হইতে বড় ছিল। আবার যখন ঈছা (আঃ) এর জমানা আসিবে তখন পাপ কমিয়া পুণ্যের মাত্রা বাড়িয়া যাইবে বিধায় সেই বরকত ফিরিয়া আসিবে। এমনকি একটি জমাতের জন্য একটি আনারই যথেষ্ট হইবে এবং জমাতের সকলেই আনারের খোসার ছায়ার নীচে বসিতে পারিবে। আঙ্গুরের থোকা এত বড় হইবে যে, উহা উটের বোঝা হইয়া যাইবে। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে বর্তমান জমানায় আমাদের পাপের দরুনই এত বেশী বে-বরকতী দেখা যায়।

২০। গোনাহ করিলে মানুষ লজ্জা শরম হারাইয়া ফেলে। অতঃপর যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে।

২১। গোনাহ করিলে অন্তর হইতে আল্লাহর আজমত উঠিয়া যায়। দিলে আজমত না থাকিলে আল্লাহর নিকট তাহার কোন ইজ্জত থাকে না। সুতরাং জনসাধারণের নজরেও তাহার কোন ইজ্জত থাকে না।

২২। গোনাহ করিলে আল্লাহর নেয়ামত সমূহ উঠিয়া গিয়া বান্দা নানা প্রকার বালা মুছিবতে গ্রেপ্তার হইয়া যায়। হজরত আলী (রাঃ) বলেন, গোনাহ ব্যতীত কোন বালা মুছিবত নাজেল হয় না আর কোন বালা মুছিবত তওবা ব্যতীত কিছুতেই দূর হয় না।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন—

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

অর্থাৎ— যাহা কিছু মুছিবত তোমার উপর অবতীর্ণ হয় উহা তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল, আর 'আল্লাহ পাক বেশীর ভাগ ত ক্ষমা করিয়াই দেন।'

আরও এরশাদ হইতেছে—

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ  
تَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ۔

অর্থাৎ—“আল্লাহ্ পাক নিজ প্রদত্ত নেয়ামতের অবস্থা কখনও পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জাতি নিজেদের অবস্থার নিজেরাই পরিবর্তন না করেন।”

ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নেয়ামত ছিনাইয়া নেওয়ার একমাত্র কারণ হইল গোনাহ্।

২৩। গোনাহের আর একটি ক্ষতি এই যে, গোনাহ্গার বিভিন্ন প্রকার খারাপ উপাধি লাভ করিয়া থাকে। যেমন নেককারকে বলা হয় মোমেন, মোত্তাক্বীন, পরহেজ্গার, অলী, আবেদ, জাকের ইত্যাদি। আর বদকারকে বলা হয় ফাছেক, ফাজের, পাপী, মিথ্যাবাদী, দাগাবাজ, মালউন ও জাহেল ইত্যাদি।

২৪। গোনাহ্গার শয়তানের চক্রান্তে আবদ্ধ হইয়া যায়, কেননা এবাদত একটি দুর্গ বিশেষ, মানুষ যখন এবাদত ছাড়িয়া পাপে লিপ্ত হয় তখন যেন দুর্গের বাহিরে আসিয়া পড়িল, কাজেই তখন শয়তানের খপ্পরে পড়িয়া তাহার আপাদ মস্তক পাপে ডুবিয়া যায়।

২৫। গোনাহের আর একটি অপকারিতা এই যে, পাপী ব্যক্তির মনের শান্তি বিনষ্ট হইয়া যায়। সব সময় পেরেশান থাকে, কি জানি কেহ তাহার কথা জানিয়া ফেলে নাকি, অপদস্ত হয় নাকি বা কেহ প্রতিশোধ নেয় নাকি! আমার নিকট কোরআনে পাকে বর্ণিত “সক্কীর্ণ জীবনের” ইহাই অর্থ।

২৬। গোনাহ্ করার আর একটি অপকারিতা যে, পাপ করিলে মৃত্যুকালে কালেমা নছীব হয় না। বরং সুস্থাবস্থায় যে জিনিসের অভ্যাস ছিল মুখে উহাই

আসিতে থাকে। জনৈক ব্যবসায়ীকে মৃত্যুর সময় কালেমার তালক্বীন দিতে থাকিলে সে শুধু বলিতে থাকে— এই কাপড়টা বড় ভাল, খরিদার ইহাকে খুব পছন্দ করিয়া থাকে। অবশেষে ঐ অবস্থায় তাহার মৃত্যু হইয়া যায়। কথিত আছে জনৈক ফকীর মৃত্যুকালে শুধু বলিতেছিল— আল্লাহর ওয়াস্তে একটি পয়সা, আল্লাহর ওয়াস্তে একটি পয়সা, এইভাবে তাহার প্রাণ বাহির হইয়া যায়। অন্য এক ব্যক্তিকে কালেমা পড়িতে বলিলে সে বলিতে থাকে আহা আহা আমার মুখ দিয়া উহা বাহির হয় না। এইরূপ ঘটনা শুনা যায়, আল্লাহ্ পাক আমাদিগকে মাফ করুন।

২৭। গোনাহ করিলে আল্লাহর রহমত হইতে নৈরাশ্য আসিয়া যায়, এমন কি মৃত্যুর সময় তওবা না করিয়াই মারা যায়। জৈনিক ব্যক্তিকে কালেমা পড়িতে বলায় সে গান জুড়িয়া দিয়াছিল—তানাতান্ তানাতান্। সে বলিতেছিল আমি কত শত পাপ করিয়াছি ঐ কালেমা পড়িয়া কি লাভ হইবে। ঐ ভাবেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। অন্য ব্যক্তিকে কালেমা পড়িতে বলায় সে বলিয়াছিল আমি জীবনে কখনও নামাজ পড়ি নাই, ইহা পড়িয়া আমার কি লাভ হইবে? আর এক ব্যক্তি বলিয়াছিল কে যেন আমার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। হে খোদা! আপনি আমাদিগকে হেফাজত করুন।

এই পর্যন্ত কিছুটা দুনিয়াবী ক্ষতি ও মছিবতের বর্ণনা দেওয়া গেল, আখেরাতের মছিবতের কথা সামনে আসিতেছে। আল্লাহ্ পাক সবাইকে তাঁহার নাফরমানী হইতে হেফাজতে রাখুন। আমিন।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

আল্লাহর তাবেদারী ও এবাদতে পার্থিব উপকারিতা

১। আল্লাহ পাকের হুকুমের তাবেদারী ও এবাদত করিতে থাকিলে রিজিক বাড়িয়া যায়। স্বয়ং আল্লাহ পাক এরশাদ করিতেছেন—

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ  
إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ وَمِنْ ثَمَرِهَا  
أَرْجُلُهُمْ.

অর্থাৎ—যদি তাহারা তাওরীত এবং ইঞ্জিলের আদেশ মত হজুরের তাবেদারী করিত তবে তাহারা মাথার উপর দিক হইতে ও পায়ের নীচের দিক হইতে রিজিক লাভ করিত। অর্থাৎ উপর দিক হইতে রহমতের বৃষ্টি ও নীচের দিক হইতে ফসল লাভ করিত।

২। এবাদতের দ্বারা বিভিন্ন প্রকার বরকত হাছিল হইয়া থাকে। এরশাদ হইতেছে—

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم  
بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم  
بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

যদি তাহারা ঈমান আনিত ও পরহেজগারী এখতিয়ার করিত তবে আমি তাহাদের উপর আছমান এবং জমীন হইতে বরকতের দরজা খুলিয়া দিতাম,

কিন্তু তাহারা আমাকে এবং রাছুলকে অবিশ্বাস করিয়াছে তাই তাহাদের বদ আমলের দরুন আমি তাহাদিগকে পাকড়াও করিলাম।

৩। আল্লাহর হুকুমের তাবেদারী করিলে যাবতীয় দুঃখ কষ্ট দূর হইয়া যায়।  
এরশাদ হইতেছে—

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔

“যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ পাক তাহার জন্য মুক্তির পথ বাহির করিয়া দেন এবং তাহার কল্পনার অতীত স্থান হইতে তাহার জন্য রিজিকের ব্যবস্থা করিয়া দেন। আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনি তাহার জন্য যথেষ্ট।”

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, পরহেজগারীর দরুন যাবতীয় মহিবত হইতে মুক্তিপাওয়া যায়।

৪। এবাদতের দ্বারা যাবতীয় উদ্দেশ্য সহজে হাছেল হয়, আল্লাহ পাক বলেন—

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔

যাহারা আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ পাক তাহাদের জন্য যাবতীয় কাজ আছান করিয়া দেন।

৫। এবাদতের দ্বারা শান্তিময় জীবন লাভ করা যায়। আল্লাহ পাক বলেন—

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوَةً طَيِّبَةً۔

“যেই ব্যক্তি নেক আমল করে পুরুষ লোক হউক বা স্ত্রী লোক হউক আর সে মোমেনও বটে আমি তাহাকে সুখময় জীবন দান করিয়া থাকি।”

প্রকৃতপক্ষে নেককার লোকদের মত আনন্দদায়ক জীবন রাজা বাদশাদেরও নহীব হয় না।

৬। আল্লাহর হুকুম পালন করিলে রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হয়, ধন-সম্পদ বাড়ে, আওলাদে বরকত হয়, বাগানে ফল ফলে, নদীর পানিতে বরকত দেখা দেয়। আল্লাহ পাক বলেন—

اَسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًاۙ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَیْكُمْ مِدْرَارًاۙ وَيُمْسِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهَارًاۙ

“তোমরা আপন প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি বড় ক্ষমাশীল। তিনি আছমান হইতে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন এবং তোমাদিগকে ধন-সম্পদ এবং সম্ভান-সন্ততি দ্বারা সাহায্য করিবেন এবং তোমাদের জন্য বাগান ও নহরের ব্যবস্থা করিবেন।

৭। ঈমান আনয়ন করিলে অশেষ খায়ের ও বরকত নহীব হয়। আল্লাহ পাক বলিতেছেন—

اِنَّ اللّٰهَ يُوْدِنُ عَنِ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا۔

“নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের উপর হইতে যাবতীয় বালা মছিবত দূর করিয়া দেন।”

(খ) আল্লাহ্ তায়ালা ঈমানদারদের সাহায্যকারী হন। যেমন ফরমাইতেছেন—

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا-

আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের বন্ধু

(গ) আল্লাহ্ তায়ালা ঈমান ওয়ালাদের অন্তরকে মজবুত রাখিবার জন্য ফেরেশতাদিগকে আদেশ দেন—

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا  
الَّذِينَ آمَنُوا-

(বদরের যুদ্ধে) তোমার প্রতিপাকল ফেরেশতাদের নিকট অহী পাঠাইয়াছিলেন যে, আমি তোমাদের সাথে আছি। কাজেই তোমরা ঈমানদারদিগকে দৃঢ় পদ রাখ।

(ঘ) যাবতীয় ইজ্জত মোমেনদের জন্য। ফরমাইতেছেন—

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ-

আল্লাহ্ ও তাঁহার রাছুল এবং মোমেনদের জন্য যাবতীয় ইজ্জত।

(ঙ) উচ্চ মর্যাদা লাভ হয়—

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ-

তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে উচ্চ মর্যাদা দান করিবেন।

(চ) ঈমানদারদের জন্য সকলের অন্তরে মহব্বত পয়দা হয়—

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ  
الرَّحْمَنُ وُدًّا-



“যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও নেক আমল করিয়াছে অতি শীঘ্রই আল্লাহ্‌ পাক সকলের অন্তরে তাহাদের জন্য মহব্বত পয়দা করিয়া দিবেন।”

হাদীছে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্‌ পাক কোন বান্দাকে যখন ভালবাসেন তখন ফেরেশ্তাদিগকে হুকুম দেন যেন তাহাকে ভালবাসে। তারপর জমিনেও উহার প্রচার করা হয় ফলে দুনিয়ার লোকও তাহাকে ভালবাসিতে থাকে। এমন কি তাহার মর্যাদা এতটুকু বৃদ্ধি পায় যে, পশুপক্ষী পর্যন্ত তাঁহার তাবেদারী করিতে আরম্ভ করে।

توہم کردن از حکم داور پیچ  
کہ گردن نہ پیچید ز حکم توپیچ

অর্থ— তুমি আল্লাহ্র হুকুমের অবাধ্য হইওনা তাহা হইলে জগতের কোন বস্তুই তোমার হুকুমের অবাধ্য হইবে না।

(ছ) ঈমানদারদের জন্য কোরান শরীফ চিকিৎসা স্বরূপ—

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ الْهُدًى وَشِفَاءً

“আপনি বলিয়া দিন যে, কোরান মোমেনদের জন্য হেদায়েত এবং শেফা।”

মূল কথা ঈমানের বদৌলতে যাবতীয় নেয়ামত এবং মঙ্গল হাছেল হয়।

৮। এবাদত করিলে আর্থিক অসুবিধা দূর হয় ও কিছু নষ্ট হইলে তদপেক্ষা ভাল জিনিস পাওয়া যায়। আল্লাহ্‌ পাক ফরমাইয়াছেন—

“হে রাছুল! আপনার হাতে যাহারা রন্দী হইয়াছে তাহাদিগকে বলিয়া দিন, আল্লাহ্‌ পাক যদি তোমাদের অন্তরে ঈমান আছে দেখিতে পান তবে তোমাদের নিকট হইতে (ফিদিয়া স্বরূপ) যাহা কিছু লওয়া হইয়াছে তাহার চেয়ে উত্তম জিনিস তোমাদিগকে দিয়া দিবেন আর তোমাদিগকে ক্ষমাও করিয়া দিবেন, এবং আল্লাহ্‌ পাক ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

বদরের যুদ্ধে ধৃত বন্দীদের শানে এই আয়াত নাজেল হইয়াছিল

৯। আল্লাহর হুকুমের তাবেদারী করিলে দৈনন্দিন নেয়ামত বাড়িতেই থাকে— আল্লাহ পাক বলেন "তোমরা যদি আমার নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় কর তবে আমি নেয়ামত বাড়াইয়া দিব।"

১০। সৎ কাজে মাল খরচ করিলে উহা আরও বাড়িয়া যায়। কোরানে পাকে বর্ণিত আছে—

"আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি হাছেলের জন্য তোমরা যে জাকাত দিয়া থাক আল্লাহ তাহাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়া দিবেন।"

১১। আল্লাহ পাকের হুকুমের তাবেদারী করিলে মনে এক অপূর্ব আনন্দ পাওয়া যায়, যাহার মোকাবেলায় সারা জমিনের রাজত্বও তুচ্ছ।

এরশাদ হইতেছে—

الْأَبْنِ كُرَّ اللَّهُ تَطْمِئِنَّ الْقُلُوبُ

"মনে রাখিও আল্লাহর জিকিরেই একমাত্র মনের মধ্যে শান্তি পাওয়া যায়। আরেফ শীরাজী বলেন—

بفراغ دل زمانے نظرے بہاہ روے

بہ زراں کہ چتر شاہی ہمہ روز ہاتے ہوتے۔

"একাত্তরটিতে অল্প সময় আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকা সারাদিন রাজমুকুট পরিয়া হাই হুই করার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ।"

অন্য এক বুজুর্গ নীমরোজ রাজ্যের রাজা ছঞ্জর শাহের পত্রের উত্তরে লেখেন—

چوں چتر سنجرے رخ نچتم سیاه باد  
در دل گریہ بود ہوس ملک سنجرم  
زانکہ کہ یافتم خبر ز ملک نیم شب  
من ملک کہ نیم روز بیک جو نمی نرم

আমার চেহারা ছঞ্জরী ছাতার ন্যায় কাল হইয়া যাক যদি আমার অন্তরে ছঞ্জর মুলুকের বিন্দুমাত্রও আকাংখা থাকে। যখন হইতে আমি নীমেশব' অর্থাৎ মধ্য রাত্রির রাজত্বের খবর পাইয়াছি। তখন হইতে নীমেরোজ রাজ্যের রাজত্বকে আমি একটি যবের বিনিময়েও খরিদ করিব না।

জৈনক বুজুর্গ বলেন, যদি বেহেশ্তবাসিগণ আমাদের মত সুখে থাকিয়া থাকে তবে ত বেশ সুখেই রহিয়াছে।

অন্য এক বুজুর্গ বলেন—আফছোছ! দুনিয়াদারগণ ধন-দৌলতের নেশায় কান্দালের মত জীবন-যাপন করিয়া দুনিয়া হইতে বিদায় লইয়া গেল। তাহারা জীবনের প্রকৃত স্বাদ কিছুই বুঝিতে পারিল না।

তৃতীয় এক বুজুর্গ বলেন—রাজা বাদশাগণ আমাদের আনন্দপূর্ণ রাজত্বের সন্ধান পাইলে তাহারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিত।

কোন কোন সময় খাঁটি প্রেমিকগণ বেহেশ্তের আনন্দকেও খোদাপ্রেমের আনন্দের মোকাবেলায় তুচ্ছ মনে করে। এমন কি আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ যদি দোজখের মধ্যেও হয় সেখানে যাইতেও তাহারা প্রস্তুত।

মাহবুবের নৈকট্য বিহীন বেহেশ্ত তাহারা চান না। আরেফে রুমী বলেন—

هر کجا دلبر بود خرم نشین  
 فوق گردون ست نئی قعر زین  
 هر کجا یوسف رفتی باشد چوں ماه  
 جنت ست آن گر چه باشد قعر چاه  
 باتو دوزخ جنت ست ای جانفزا  
 بے تو جنت دوزخ ست ای دلربا۔

“আমার মাহবুব যেখানে সানন্দে উপবিষ্ট আছেন উহা আকাশের উপরই হউক বা পাতালপুরীতে হউক উহাই আমার নিকট বেহেশত।”

“ইউছুফের উজ্জ্বল চেহারা যেখানেই রহিয়াছে কুপের অভ্যন্তরে হইলেও উহাই বেহেশত।”

“হে প্রিয় মাহবুব। তোমার মিলনে দোজখও আমার জন্য স্বর্গপুরী, আর তুমি ব্যতীত বেহেশতের নন্দন কাননও আমার জন্য যন্ত্রনাময় দোজখ।

১২। ইবাদতের সুফল আওলাদ ফরজন্দও ভোগ করিয়া থাকে। কোরান শরীফে বর্ণিত আছে হযরত খিজির ও মুছা (আঃ) এর একত্রে ছফর করার সময় হযরত খিজির (আঃ) যখন কোন এক গ্রামবাসীদের মেহমানদারী না করা সত্ত্বেও সেখানের একটি ভগ্নপ্রায় দেওয়াল ঠিক করিয়া দিলেন, হযরত মুছা (আঃ) এর নিকট উহার কারণ এই বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে—

“এই প্রাচীর শহরবাসী দুইটি এতীম বালকের। সেই প্রাচীরের নীচে তাহাদের জন্য রক্ষিত কিছু গুপ্তধন ছিল। আর সেই বালকদ্বয়ের পিতা একজন নেক বখ্ত লোক ছিলেন। হে মুছা (আঃ) আপনার প্রতিপালকের ইচ্ছা যে, ছেলেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহাদের সম্পদ উঠাইয়া তাহারা ভোগ করিবে। তাই প্রাচীরটা ভাঙ্গিয়া পড়িলে গুপ্তধন প্রকাশ পাইয়া যায় নাকি সেইজন্য আমি প্রাচীরটা মেরামত করিয়া দিলাম। ইহা আপনার প্রতিপালকের তরফ হইতে একটি রহমত স্বরূপ।”

এই কেছায় পরিস্কার বুঝা গেল যে, ছেলেদের মালের হেফাজত এইজন্য করা হইয়াছিল যে, তাহাদের পিতা একজন নেককার ছিলেন। ছোবহানাল্লাহ! নেক কাজের তাহীর পুরুষানুক্রমে চলিতে থাকে। আজকাল ছেলে মেয়েদের জন্য জায়গা জমি এবং ধন-সম্পদ কত কিছু রাখিয়া যাইবার চেষ্টা করা হয়। অর্থচ সবচেয়ে মহামূল্যবান সম্পত্তি এই যে, নিজে সৎকাজ করিয়া যাইবে যাহার বরকতে সন্তানগণ যাবতীয় বালা মুছিবত হইতে মুক্ত থাকিবে।

১৩। এবাদতের বরকতে ইহজীবনে ও অনেক সময় গায়েবী সুসংবাদ নথীব হয়। কোরানে মজীদে বর্ণিত আছে—

মনে রাখিবে আল্লাহর ঐসব অলীদের জন্য যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও নেক আমল করিয়াছে কোন প্রকার ভয় এবং চিন্তার কারণ নাই বরং তাহাদের জন্য ইহকালে ও সুসংবাদ আর পরকালেও সুসংবাদ।

হাদীছ শরীফে সুসংবাদের তাফহীর এই ভাবে করা হইয়াছে, উহার অর্থ হইল ভাল ভাল স্বপ্ন দেখা যেমন কেহ স্বপ্নে দেখিল যে, সে বেহেশতে চলিয়া গিয়াছে এবং আল্লাহ পাকের জেয়ারত লাভ হইয়াছে। ঐসব ভাল খাবের দ্বারা মনের আনন্দ পাওয়া যায়।

১৪। এবাদতের একটি উপকারিতা এই যে, মৃত্যুকালে ফেরেশতাগণ তাহাকে সুসংবাদ দান করিয়া থাকেন। পবিত্র কোরানে আছে—

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا. الْآيَةُ.

নিশ্চয় ঐ সমস্ত লোক যাহারা বলিয়াছে যে, আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক এবং এই কথার উপর দৃঢ়পদ রহিয়াছে। (মৃত্যুকালে) তাহাদের নিকট ফেরেশতাগণ অবতরণ করিয়া সুসংবাদ দিবেন যে, তোমরা কোন প্রকার ভয় করিও না এবং চিন্তা ও করিও না বরং তোমাদের সহিত ওয়াদাকৃত বেহেশতের খোশ-খবরী গ্রহণ কর, ইহজীবন ও পরজীবনে আমরা তোমাদের বন্ধু। বেহেশতের মধ্যে যাহা কিছুই তোমাদের মন চাহিবে এবং যাহা কিছুর সেখানে তোমরা দাবী জানাইবে, ক্ষমালী ও পরম দয়ালু খোদার তরফ হইতে মেহমানদারী স্বরূপ তাহাই তোমাদিগকে দেওয়া হইবে।

মোফাচ্ছেরীনগণ লিখিয়াছেন মোমেন বান্দাদের মওতের সময় ফেরেশতাগণ এইরূপ বহুবিধ সুসংবাদ দান করিয়া থাকেন।

১৫। কোন কোন এবাদতের দ্বারা সহজেই মকছুদ হাছেন হইয়া যায়।

আল্লাহ পাক বলেন—

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ.

তোমরা নামাজ ও ছবরের দ্বারা আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর।

### ছালাতুল হাজত

হাদীছে শরীফে এই সাহায্য প্রার্থনার বিশেষ তরীকা বর্ণিত আছে। তিরমিজি শরীফে হজরত আবদুল্লাহ্‌ এবনে আবি আওফা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হুজুর (ছঃ) এরশাদ ফরমাইয়াছেন—কাহারও কোন কিছুর প্রয়োজন দেখা দিলে চাই উহা আল্লাহর নিকট হউক বা মানুষের নিকট হউক, সে যেন ভাল রাপে অজু করিয়া দুই রাকাত নামাজ আদায় করে। তারপর আল্লাহ পাকের প্রশংসা করিয়া নবীয়ে করীম (ছঃ) এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করিয়া যিম্মের দোয়া পড়ে—

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَرِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ  
الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ  
وَعَزَائِمِ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ  
كُلِّ إِثْمٍ لَا تَدْعُنِي ذَنْبًا إِلَّا عَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَجْتَهُ  
حَاجَّةً هِيَ لَكَ رِضَى إِلَّا تَضَيَّتْهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

### এস্তেখারার নামাজ

১৬। কোন কোন এবাদত এমন আছে যে, যে কোন ব্যাপারে উহা করিলে ভাল হইবে না মন্দ হইবে এই বিষয় যদি ইতস্ততঃ হয় তবে এই এবাদত দ্বারা মন স্থির হইয়া যায়। ইহাকেই এস্তেখারা বলা হয়। ইস্তেখারার উদ্দেশ্য হইল খোদাতায়ালা হইতে পরামর্শ গ্রহণ করা। বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে, প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে কোন বিষয়ে করা বা না করা সম্পর্কে তোমাদের ইতস্ততঃ হইলে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়িয়া এই দোয়া পড়িবে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ  
وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَ  
تَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ. اَللّٰهُمَّ اِنْ  
كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هَذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ  
وَعَاقِبَتِىْ اَمْرِىْ فَاثْبِرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ  
لِىْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هَذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّىْ فِىْ  
دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَاَصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاَصْرِفْهُ  
عَنْهُ وَاثْبِرْ لِىْ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهِ -

দোয়ার ভিতর 'হা-জাল আমরা' বলিবার সময় নিজের মকছুদের কথামনে

মনে বলিবে।

১৭। কোন কোন এবাদতের এমন তাছীর রহিয়াছে যে উহা দ্বারা আল্লাহ্ পাক সমস্ত কাজের জিস্মাদার হইয়া যান। যেমন হুজুরে আকরাম (ছঃ) এরশাদ করেন যে, আল্লাহ্ পাক ফরমাইয়াছেন, হে বনি আদম! তুমি দিনের প্রথম দিকে আমার জন্য চার রাকাত নামাজ আদায় কর তবে সারাদিন তোমার যাবতীয় কাজের আমি জিস্মাদার হইয়া যাইব।

১৮। কোন কোন এবাদতের দ্বারা মালের মধ্যে বরকত আসিয়া যায়। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, ক্রেতা ও বিক্রেতা যদি বেচাকেনায় সত্য কথা বলে এবং উভয়ে নিজ মালের যথাযথ অবস্থা প্রকাশ করে, তবে তাহাদের মালের মধ্যে বরকত হইয়া থাকে। আর যদি দোষ গোপন রাখে বা মিথ্যা বলে তবে বরকত দূর হইয়া যায়।

১৯। দীনদারীর উচ্ছিয়ায় রাজত্বও স্থায়ী থাকে। বোখারী শরীফে হজরত মোয়াবিয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, আমি হুজুর (ছঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি, খেলাফত এবং বাদশাহী কোরেশ বংশের মধ্যেই থাকিবে, যাহারাই তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিবে তাহারাই অপদস্থ হইবে। তবে শর্ত হইল যতদিন কোরেশগণ দ্বীনের উপর কায়ম থাকিবে।

২০। কোন কোন এবাদত দ্বারা আল্লাহ্ পাকের ক্রোধ থামিয়া যায় এবং অপমৃত্যু হয় না। যেমন হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, "হৃদ্বকা আল্লাহ্র ক্রোধ নিবারণ করে এবং অপমৃত্যু হইতে রক্ষা করে।"

২১। দ্বোয়ার দ্বারা বালা মছীবত দূর হয়, নেকীর দ্বারা হায়াত বৃদ্ধি পায়। হজরত হালমান ফারেছী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, দায়ার দ্বারা তাক্বদীর বদলিয়া যায় এবং নেকীর দ্বারা আয়ু বৃদ্ধি পায়।



২২। ছুরা ইয়াহীন পড়িলে সকল কাজ সহজে সম্পন্ন হয়। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দিনের প্রথম ভাগে ছুরা ইয়াহীন পড়িবে তাহার ঐ দিনের সমস্ত হাজত পূর্ণ হইয়া যাইবে।

২৩। ছুরা ওয়াক্বেয়া পাঠ করিলে ক্ষুধায় কষ্ট পাইবে না। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ছুরা ওয়াক্বেয়া পাঠ করিবে সে কখনও ক্ষুধায় কষ্ট পাইবে না।

২৪। ঈমানের বরকতে অল্প খাইলেও তৃপ্তি লাভ হয়। হজরত আবু হোরায়া'র (রাঃ) বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি খানা অনেক বেশী খাইত কিন্তু ঈমান আনার পর তাহার খানা অনেক কমিয়া গেল। এই ঘটনা হুজুরের দরবারে পেশ করা হইলে, হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, মোমেন এক উদরে খায় আর কাফের সাত উদরে খায়।

২৫। কোন কোন দোয়ার বরকতে রোগ এবং ভয় কিছুই কাছে আসিতে পারে না। হুজুরে আকরাম (ছঃ) এরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি কোন পেরেশান হাল অথবা রুগীকে দেখিয়া নীচের দোয়া পড়িবে, তাহার নিকট সেই পেরেশানী অথবা রোগ আসিতে পারে না।

দোয়া এই—

“আল্‌হামদু লিল্লাহিল্লাজি আ-ফা-নী মিস্মাব্তালাকা বিহী অ-ফাজ্জালানী  
আলা-কাছীরিম মিস্মান খালাক্বা তাফজীলা।”

২৬। কোন কোন দোয়ার বরকতে চিন্তা দূর হয় ও কর্জ পরিশোধ হইয়া যায়। জনৈক ব্যক্তি হুজুর (ছঃ) এর খেদমতে আসিয়া আরজ করিল, ইয়া রাছুল্লাহ! আমি অনেক কর্জে গ্রেপ্তার হইয়া পড়িয়াছি। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, তোমাকে আমি একটা কথা শিখাইতেছি, উহা পাঠ করিতে থাকিলে

তোমার যাবতীয় চিন্তা ফিকির ও কৰ্জ দূর হইয়া যাইবে। লোকটি আনন্দচিত্তে উহা কবুল করিলেন। হুজুর (ছঃ) বলিলেন, সকাল বিকাল এই দোয়া পড়িবে।

“আল্লাহুমা ইন্নী আউজুবিকা মিনাল হাম্মে অল্ হোজ্‌নে অ-আউজুবিকা মিনাল আজ্‌যে অল্ কাহ্‌লে অ-আউজুবিকা মিনাল বোখ্‌লে অল্ জুবুনে অ-আউজুবিকা মিন্ গালাবাতিত্ দাইনে অ-কাহরির রেজা-লে।

২৭। কোন কোন দোয়ার বরকতে ছেহের যাদু হইতে নিরাপদে থাকা যায়। হুজুরত কা'বে আহ্বার বলেন, আমি যদি কয়েকটি কালেমা আমল না করিতাম তবে ইহুদীরা আমাকে গাধা বানাইয়া দিত। সেই কালেমাগুলি হইল এই—

“আউজু বেঅজ্‌হিল্লাহিল আজ্‌জীমিল্লাজী লাইহা শাইউন আজমা মিন্‌হ্‌ অ-কালেমা তিল্লা-হিস্তাম্মাতিল্লাতী লা-ইউজাবেজ্‌জুল্লা বাররুন্‌ অ-লা-ফা-জ্‌রুন্‌ অ-বে আহমাইল্লাহিল হোহনা-মা আলেমতু মিন্‌হা অ-মা-লাম আলাম মিন্‌ শাররে মা খালাকা অ-যারা-আ।”

কোরান ও হাদীছে এবাদতের এইভাবে বহুবিধ ফায়দা বর্ণিত আছে। আমরা দৈনন্দিন কাজে কর্মে চাক্ষুস দেখিতে পাই যে, যাহারা আল্লাহ ওয়ালা তাহাদের জীবন আমীর কবীরের জীবনের চেয়েও সুখী। সামান্য জিনিসেও তাহাদের অধিক বরকত হয়। প্রকৃত পক্ষে তাহাদের অন্তরে একটি নূর বিরাজ করে, উহাই যাবতীয় সুখের উৎস; আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তাহার এবাদতের ও তাহার নৈকট্য এবং রেজামন্দী হাছেলের তওফীক দান করুন।

## তৃতীয় অধ্যায়

### গোনাহ্ এবং আজাবে আখেরাতের মধ্যে সম্পর্ক

জানিয়া রাখিবে, কোরান হাদীছ ও বুজুর্গানের কাশ্ফের দ্বারা জানা যায় যে, এই দুনিয়া ব্যতীত আরও দুইটি আলম রহিয়াছে। একটি আলমে বরজখ অপরাটি আলমে আখেরাতে। আখেরাতে বলিতে আমরা আলমে বরজখ কবর এবং হাশর নশর উভয়কে বুঝিয়া থাকি। মানুষ যখন কোন কাজ করে তখনই উহা আলমে বরজখের মধ্যে প্রতিবিস্তিত হইয়া ফটো আকারে উঠিয়া যায়। মৃত্যুর পর ঐ সমস্ত কাজের প্রতিক্রিয়া তাহার মধ্যে প্রকাশ পায় এবং আমল অনুযায়ী সুখ-দুঃখ অনুভব করে। অতঃপর হাশর নশরের দিন আমল সমূহ পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। সুতরাং বুঝা গেল প্রত্যেক আমলের তিনটি অবস্থা, প্রথম আমল করার সময়, দ্বিতীয় আলমে কবর বা বরজখের অবস্থা, তৃতীয় হাশর নশরের অবস্থা। গ্রামোফোনের বা টেপ রেকর্ডের সহিত তুলনা করিয়া কথাটি সহজেই বুঝা যাইতে পারে। মানুষ যখন কথা বলে উহার তিনটি অবস্থা হইয়া যায়। প্রথমতঃ উহা মুখ হইতে বাহির হইল। দ্বিতীয়তঃ উহা টেপ রেকর্ডে আবদ্ধ হইয়া গেল। তৃতীয়তঃ যখনই কথাটি শুনিতে ইচ্ছা হয় তখন অবিকার সেই কথাটিই প্রকাশ পায়। কথা বলার অবস্থা ইহজীবনে কাজ করার মত রেকর্ডে আবদ্ধ হওয়া আলমে বরজখের দৃষ্টান্ত আর কথাটি আবার প্রকাশ পাওয়ার অবস্থার দ্বারা হাশর নশরকে বুঝিতে হইবে। গ্রামোফোনের ব্যাপারে যেমন সন্দেহ করিবার উপায় নাই, তেমনি মোমেন ব্যক্তিও ইহাতে সন্দেহ করিতে পারে না যে, কেমন করিয়া কোন আমল করা মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে উহা অন্য এক আলমে রেকর্ড হইয়া যায় এবং আখেরাতে উহা পূর্ণ বিকাশ লাভ করে?

অতএব দেখা গেল যে, আখেরাতের ব্যাপার সম্পূর্ণ আমাদের আয়ত্তের ভিতর। আমরা এক প্রকার কাজ করিব আর জোর করিয়া আমাদের উপর অন্য অবস্থা চাপাইয়া দেওয়া হইবে। তা হইতেই পারে না।

কোন কথা রেকর্ড করিবার সময় স্বভাবতই এই কথা থাকে যে, মুখ হইতে যখন কোন খারাপ শব্দ বাহির না হয়, কারণ যাহার সামনে উহা খোলা হইবে তখন ত প্রথমে উচ্চারিত অবিকল শব্দই বাহির হইবে, তখন অস্বীকার করার কোন জো থাকিবে না। ঠিক তদ্রূপ আমল করিবার সময় আমাদের এই বিষয় সাবধান হইতে হইবে যে আমরা যাহা করিয়া থাকি নিশ্চয় উহা কোন এক আলমে একত্রিত হইয়া যায়। আবার অবিকল উহাই হাশরের ময়দানে প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তখন কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা রদবদল করা চলিবে না।

অপর একটা সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারাও বুঝা যাইতে পারে, যেমন একটি বৃক্ষ প্রথমে উহা বীজ থাকে। তারপর উহা জমীন হইতে অঙ্কুরিত হয়। তৃতীয়বার গিয়া উহা ফলে ফুলে পরিপূর্ণ বৃক্ষে পরিণত হয়। যে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি সহজে বুঝে যে, ফলে ফুলে পরিপূর্ণ গাছটি সেই বীজ বপনেরই পরিণাম। এই ভাবে দুনিয়াতে আমল করা বীজ লাগানোর মত, আর আমলের কিছুটা তাছীর প্রকাশ পাওয়া কবরের মধ্যে উহা চারা গাছ অঙ্কুরিত হওয়ার মত, পরকালে আমলের প্রতিফল লাভ করা ফলে ফুলে পরিপূর্ণ বৃক্ষের মত। সুতরাং কবরে এবং হাশরে কর্মফল ভোগ সম্পূর্ণ আপন এখতিয়ার ভুক্ত আমলেরই ফলাফল, যেমন যব বপন করিয়া কেহ গমের আশা করিতে পারে না তেমনি বদ আমল করিয়া শুভ পরিণামের আশাও করা যায় না। ইহাকেই বলে 'আদুনিয়া মজুরাতুল আখেরাহ' অর্থাৎ "দুনিয়া আখেরাতের ক্ষেতি স্বরূপ।"

জনৈক বুজুর্গ বলেন —

گندم از گندم بروید جوجو- از مکافات عمل غافل مشو-

অর্থাৎ "গম হইতে গম আর যব হইতে যবই উৎপন্ন হয়, কাজেই কর্মফল হইতে তোমরা গাফেল হইও না।"

বন্ধুগণ! যেইভাবে বীজ এবং গাছের মধ্যে বাহ্যিক কোন মিল দেখা যায় না, তদ্রূপ আমল এবং উহার ফলাফলের মধ্যেও বাহ্যিক নজরে তেমন কোন মিল নাই। তবে মনে রাখিবে, বীজের বেলায় যেকোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির কথা বিনা দ্বিধায় মানিয়া লওয়া হয়, কর্মফলের বেলায়ও যাহারা সেই বিষয় অভিজ্ঞ তাহাদের কথা বিনা তর্কে মানিয়া লইতে হইবে। অর্থাৎ আশ্বিয়া ও আউলিয়াগণ যেই কাজের যেইভাবে আজাব ও ছওয়াবের কথা বর্ণনা করিয়াছেন তাহাই স্বীকার করিতে হইবে। চাই উহা আমাদের বুঝে আসুক বা না আসুক।

এখন আমরা মৃত্যুর পর কোন কোন আমলের যেসব ফল কবরে আখেরাতে দেখা দিবে উহার বর্ণনা করিব। ইহার দ্বারা পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, মৃত্যুর পর যেইসব কাণ্ডকারখানা হইবে উহা কোন নুতন ব্যাপার নহে বরং আমাদের কর্মজীবনেরই পরিণাম। আল্লাহ্ পাক ফরমাইতেছেন —

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ - فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ - وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ -

"মুখ হইতে যে কোন শব্দ বাহির হওয়া মাত্রই নিকটেই অপেক্ষামান একজন ফেরেশতা উহা লিপিবদ্ধ করিয়া লয়। অনন্তর কেহ যদি ক্ষুদ্রতম নেক কাজও করে উহার ফলও সে পাইবে আর যদি ক্ষুদ্রতম পাপ করিল উহার সাজাও ভোগ করিবে।"

আল্লাহ পাক আরও বলিতেছেন —

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا  
عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمْرًا ابْعِيدًا.

সেই ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তি আপন কৃত নেক আমলকে সামনে লিখিতে পাইবে। আর আপন কৃত খারাপ আমলকেও দেখিতে পাইয়া আশ্চর্য্য করিবে যে, হায়! যদি তাহার এবং এই খারাপ আমলের মধ্যে আকাশ পাতাল দূরত্ব হইত (তবে অসং কাজের কুফল তাহার নিকট আসিতে পারিত না।)

আল্লাহ পাক আরও বলেন—

وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ.

“একটি সরিষা পরিমাণ আমল হইলেও আমি উহা পেশ করিব। আর আমি বড় পাকা হিসাব লেনেওয়ালা।” অন্য আয়াতের অর্থ হইল এই যে—

“নাফরমান পাপীগণ সেইদিন বলিবে, হায়! আমাদের আমল নামায় কোন ছোট বা বড় বিষয়ও তো লিখিতে বাদ দেওয়া হয় নাই। তাহারা আপন কৃতকর্ম সমূহকে অবিকল হাজির পাইবে। আপনার প্রতিপালক কাহারও উপর বিন্দুমাত্রও জুলুম করিবেন না।”

অন্য আয়াতের অর্থ হইল এই যে—

“আল্লাহ পাক বিশ্বাসী বান্দাদিগকে দুনিয়া এবং আখেরাতে দৃঢ় কালেমার উপর মজবুত রাখিবেন।”

## আলমে বরজখ বা কবর

মৃত্যুর পর কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত সময়কে আলমে বরজখ বা কবর বলা হয়। কবরের মধ্যে কোন কোন আমলের 'ছুরতে মেছালী' অর্থাৎ প্রতিকৃতি প্রকাশ পায়। বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে, হুজুর (ছঃ) অনেক সময় ছাহাবাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন তোমরা কি কোন স্বপ্ন দেখিয়াছ? কেহ খাব বর্ণনা করিলে হুজুর (ছঃ) উহার তা'বীর বাতলাইয়া দিতেন। এই ভাবে হুজুর (ছঃ) একদিন নিজেই বলিতে লাগিলেন যে, আমি আজ রাতে একটি স্বপ্ন দেখিয়াছি যে—

দুই ব্যক্তি আসিয়া আমাকে বলিল যে চলুন, আমি তাহাদের সঙ্গে চলিলাম। পথিমধ্যে দেখিলাম এক ব্যক্তি শুইয়া আছে আর অপর ব্যক্তি তাহার নিকট একটি পাথর নিয়া দাঁড়াইয়া আছে ও সজোরে উহা তাহার মাথার উপর মারিতেছে যদ্বারা তাহার মাথা চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। দাঁড়ান লোকটি পাথর কুড়াইয়া আনিতে আনিতে শায়িত ব্যক্তির মাথা ঠিক হইয়া যাইতেছে। পুনরায় তাহাকে পাথর মারা হয়। এই কাণ্ড দেখিয়া আমি অবাক হইয়া সাথীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই দুইটি লোক কাহারা? সঙ্গিগণ বলিল সামনে চলুন, আমি তাহাদের সহিত সামনে অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলাম এক ব্যক্তি চিৎ হইয়া শুইয়া আছে আর অপর ব্যক্তি লোহার জাম্বুরা দ্বারা তাহার মাথার একদিক চক্ষু, কর্ণ ও মুখসহ চিরিয়া ফেলিতেছে। পুনরায় অন্য দিকেও ঐ ভাবে চিরিতেছে। ইত্যবসরে প্রথম দিক জোড়া লাগিয়া যাইতেছে। আমি অবাক হইয়া সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম ইহারা কাহারা? তাহারা বলিলেন, সামনে চলুন। আমরা সম্মুখে অগ্রসর হইয়া একটি তন্দুরের নিকট পৌছিলাম। উহার ভিতর খুব শোরগোল হইতেছিল, আমরা উকি মারিয়া দেখিতে পাইলাম যে, উহার ভিতর অনেকগুলি উলঙ্গ পুরুষ ও নারী রহিয়াছে

এবং তাহাদের নীচের দিক হইতে প্রবল অগ্নিশিখা আসিয়া লোকদিগকে তন্দুরের মুখের নিকট নিয়া আসে ও পুনরায় তাহারা নীচে চলিয়া যায়। আমি কাত্যন্ত হতবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম ভাই এইসব লোক কাহার? সঙ্গীদ্বয় বলিল সামনে চলুন। আমি আবার তাহাদের সহিত অগ্রসর হইয়া একটি রক্তের নদীর তীরে আসিয়া পৌছিলাম। দেখিলাম একটি লোক সেই রক্তের নদীর মধ্যে সাঁতার কাটিতেছে। অপর একজন লোক তীরে অনেকগুলি পাথর জমা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নদীর লোকটি সাঁতার কাটিয়া তীরের নিকটবর্তী হইলে উপরের লোকটি তাহার মুখে সজোরে একটি পাথর মারিতেছে ফলে আঘাত খাইয়া লোকটি নদীর মধ্য ভাগে চলিয়া যাইতেছে। এই ভাবে সাঁতার কাটা ও পাথর মারার পালা দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এই লোক দুইটি কাহার? সঙ্গীদ্বয় বলিল, চলুন চলুন। আমরা সামনে অগ্রসর হইয়া একটি ভীষণ কুৎসিৎ লোক দেখিতে পাইলাম যে, সে আগুন জ্বলাইয়া উহার চারিদিকে চকর দিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম লোকটি কে? সাথীরা বলিল, চলুন চলুন।

কিছুক্ষণ পর আমরা একটা ঘনছায়া ঘেরা বাগানে পৌছিলাম। বাগানের মধ্যে একজন দীর্ঘকায় লোককে দেখিতে পাইলাম যাহার চারিপাশে অনেকগুলি শিশু একত্রিত ছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, এই বাগানটি কিসের এবং ইহারা বা কে? তাহারা বলিল চলুন চলুন। আবার কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আমি এক অশ্রু সুন্দর বিরাট বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম। ইতিপূর্বে আমি এরূপ সুন্দর বৃক্ষ আর দেখি নাই। সঙ্গীদ্বয় বলিল, এই বৃক্ষের উপর আরোহণ করুন। আমরা বৃক্ষের উপর উঠিয়া একটি অতি মনোরম শহর দেখিতে পাইলাম। যাহার এক একটি দালান-কোঠার একটি ইট স্বর্ণের আর একটি ইট রৌপ্যের দ্বারা নির্মিত ছিল। আমরা শহরটির দরজায় পৌছা মাত্রই উহা খুলিয়া দেওয়া হইল।



শহরটির ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলাম কিছুসংখ্যক লোকের অর্ধাংশ অত্যন্ত খুবছুরত আর বাকী অংশ নিতান্ত বদছুরত। নিকটেই একটি দুধের মত প্রশস্ত নহর ছিল। আমার সঙ্গীদ্বয় সেই লোকদিগকে বলিল নহরটিতে পতিত হও। আদেশ পাওয়া মাত্র লোকগুলি নহরে ডুব দিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের শরীরের কুৎসিৎ অংশও সুশ্রী হইয়া গেল। তারপর সাথীদ্বয় আমাকে বলিল ইহার নাম জান্নাতে আদন। ঐ দেখুন উপরে আপনার বাসস্থান। আমি উপরে তাকাইয়া দেখিলাম একটি অতি সুন্দর মহল যাহা সাদা মেঘের মত চমকিতেছে। আমি তাহাদিগকে বলিলাম, খোদা তোমাদের মঙ্গল করুন। আমাকে ঐ মহলে যাইতে দাও, তাহারা বলিল এখনও আপনার সেখানে যাওয়ার সময় আসে না। আমি বলিলাম, আজ রাত্রে তোমরা আমাকে অনেক আশ্চর্য জিনিস দেখাইলে, ঐসবের রহস্য কি বলিয়া দাও। তাহারা বলিল এখন বলিতেছি শুনুন—

পাথর দ্বারা যে লোকটির মাথা চূর্ণ করা হইতেছিল সে একজন কোরানের শিক্ষিত আলেম, কিন্তু সে ফরজ নামাজ ত্যাগ করিয়া গাফেল হইয়া শুইয়া থাকিত।

লৌহের অস্ত্র দ্বারা যে লোকটির মাথামুণ্ড চিরিয়া ফেলা হইতেছিল সেই লোকটি সারাদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া মিথ্যা খবর রটাইত। আর যে স্ত্রী-পুরুষগুলিকে দেখিলেন তাহারা জিনাকার পুরুষ ও স্ত্রীলোক। আর যে ব্যক্তি নহরে সাঁতারাইতেছিল ও তাহার মস্তকে পাথর মারা হইতেছিল সেই লোকটি সুদখোর ছিল। আর যে লোকটি আগুন জ্বলাইয়া উহার চারিদিকে চক্কর দিতেছিল তিনি হইলেন দোজখের মালেক আর বাগানে উপবিষ্ট দীর্ঘকায় লোকটি হইলেন হজরত ইব্রাহীম (আঃ)। তাহার আশে পাশের বাচ্চাগুলি হইল শিশুকালে মৃত বাচ্চাসমূহ। কোন ছাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, হজুর! তাহার

কি মোশরেকীনদের বাচ্চাও ছিল? হুজুর (ছঃ) বলিলেন হ্যাঁ মোশরেকীনদের মাল মেয়েও ছিল। আর যাহাদের কিছু অংশ সুশ্রী ও কিছু অংশ কুৎসিত ছিল তাহারা নেকও করিয়াছে বদও করিয়াছে, কিন্তু আল্লাহ পাক তাহাদিগকে মাফ করিয়া দিয়াছেন।

১৩ এই হাদীছ দ্বারা আমলের তাহীর পরিষ্কার হইয়া গেল, যদিও আমল এবং জার মধ্যে সম্পর্ক খুব অশ্পষ্ট। যেমন মিথ্যা বলা এবং মাথা চিরিয়া ফেলার মধ্যে সামঞ্জস্য রহিয়াছে। ঐরূপ জিনার মধ্যে সমস্ত শরীরেই খাহেসের আগুন লিয়া উঠে, কাজেই আখেরাতে আগুন দ্বারা বেষ্টিত হওয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য রহিয়াছে। আবার জিনার সময় উলঙ্গ হওয়া এবং উলঙ্গ অবস্থায় জাহান্নামে প্তি ভোগ করার মধ্যে বেশ সাদৃশ্য আছে। এইভাবে সমস্ত আমলকেই বিয়া লইতে হইবে।

১৪ যেই মালের জাকাত দেওয়া হইবে না উহা সর্প আকারে তাহার নার বেড়িতে পরিণত হইবে। হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন, যাহারা মালের জাকাত আদায় করে না তাহাদের গলায় ক্বিয়ামতের দিন সাপ জড়াইয়া ওয়া হইবে। ইহার সমর্থনে হুজুর এই আয়াত পেশ করেন।

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ

অর্থাৎ "যাহারা আল্লাহর প্রদত্ত মালের মধ্যে বখিলী করে তাহাদের জন্য মঙ্গল বলিয়া কখনও মনে করিওনা। বরং উহা তাহাদের জন্য খুবই মঙ্গলের কারণ, কেননা অতি শীঘ্র ক্বিয়ামতের দিন যেই মালে তাহারা বখিলী তাহা উহা তাহাদের গলার বেড়িতে পরিণত হইবে।

১৫ বিশ্বাসঘাতকতা পতাকার ছুরত ধারণ করিয়া ক্বিয়ামতের দিন বিশ্বাসঘাতকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিবে। হজরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি

প্রিয় নবীজীকে বলিতে শুনিয়াছি, যে কাহাকেও আশ্রয় দিয়া হত্যা করিল কেয়ামতের দিবস তাহাকে বিশ্বাসঘাতকতার ঝাণ্ডা দেওয়া হইবে। অন্য হাদীস আছে উহা তাহার পিঠে বিদ্ধ করিয়া দিয়া বলা হইবে যে, ইহা অমুক ব্যক্তির সহিত বিশ্বাসঘাতকতার ফল।

৪। চুরি এবং খেয়ানতের বস্ত্র দ্বারা কেয়ামতের দিন আজাব দেওয়া হইবে হজরত আবু হোরাযরা (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি হুজুরের খেদমতে এক গোলাম হাদীয়া স্বরূপ পাঠাইয়াছিল। গোলামটির নাম ছিল মেদগাম। হুজুরের কি একটা কাজ করিতেছিল, হঠাৎ একটি অজ্ঞাত তীর বিদ্ধ হইল গোলামটি মারা গেল। লোকজন বলিতে লাগিল তাহার জন্য বেহেশত মোকাবেলা হইক। ইহা শুনিয়া হুজুর (ছঃ) বলিলেন, আল্লাহর কছম খয়বরের যুদ্ধে গোলামটি গনিমতের মাল হইতে যে চাদরটি চুরি করিয়াছিল আমি দেখিতে উহা তাহার উপর আগুন হইয়া জ্বলিতেছে। এই ঘটনা শুনিয়া জনৈক ব্যক্তি দুইটা জুতার ফিতা হুজুরের দরবারে আনিয়া হাজির করিল। (যাহা গনিমতের মাল বন্টনের পূর্বেই নিজের জন্য লইয়াছিল) হুজুর (ছঃ) এরূপ করেন, এখন কি লাভ হইবে ইহাত আগুনের ফিতা।

৫। গীবত করা মরা মানুষের গোশত খাওয়ার সমতুল্য। আল্লাহ বলেন—

لَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔

তোমাদের মধ্যে কেহ যেন কাহারও গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে কেহ কি আপন মরা ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করে? নিশ্চয় না। এই স্বপ্নে মরা মানুষের গোশত খাইতে দেখিলে মনে করিতে হইবে যে কাহারও গীবত করা হইয়াছে।

৬। বুজুর্গানে দীন বলেন, প্রত্যেক কু-অভ্যাসের সঙ্গে যে কোন একটি ইতর প্রাণীর মিল রহিয়াছে। আলমে মেছালে তাহার আকৃতি সেই জীবের মত হইয়া যাইবে। আগের জমানার উম্মতগণ দুনিয়াতেও সেই জানোয়ারের মত ছুরতে বদলিয়া যাইত। আমাদের প্রিয় নবীজীর সম্মানার্থে তাহার উম্মতকে এই অপমান হইতে হেফাজত করিয়াছেন। কিন্তু পরকালে বদ খাছলতের দরশন জানোয়ারের ছুরতে পরিণত হইবে। দুনিয়াতেও অনেক বুজুর্গ কাশ্ফের দ্বারা তাহা দেখিতে পান।

হজরত ছুফিয়ান এবনে উয়াইনা (রাঃ) নিম্ন লিখিত আয়াতের তাফহীর এইভাবে করিয়াছেন—

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ

অর্থাৎ— “যত প্রকার জানোয়ার জমীনের মধ্যে বিচরণ করে আর যত প্রকার পাখী পাখায় ভর করিয়া উড়ে এসব তোমাদেরই মত।”

ছুফিয়ান (রাঃ) বলেন, কোন কোন লোক হিংস্র জন্তু স্বভাব বিশিষ্ট হইয়া থাকে। কেহ কুকুর, কেহ শুকর আবার কেহ শকুনের স্বভাব প্রাপ্ত হয়। কেহ গাজিয়া গুজিয়া ময়ূরের মত চলে। কেহ গাধার মত নিবোধ হয়, কেহ মুরগীর মত স্বার্থপর হয়, কেহ উটের মত হিংসুক হয়, আবার কেহ মাছির মত স্বভাব ও কেহ শিয়ালের স্বভাব পায়।

ইমাম ছালাবী. نَسَاطُونَ أَثَوَاجًا. (রাঃ) এই আয়াতের তাফহীরে বলিয়াছেন যে, ক্লেয়ামতের দিন মানুষ বিভিন্ন ছুরতে একত্রিত হইবে অর্থাৎ যাহার মধ্যে যেই জানোয়ারের স্বভাব গালেব সে তাহার ছুরতে দলে দলে জির হইবে।

৭। মালওলানা রুমীর ভাষায় পরকালে কোন কোন আমলের ছুরতে মেছালিয়া এইরূপ হইবে। নিম্নে তাঁহার কয়েকটি ব্যাভূতের বাংলা অনুবাদ নমুনা স্বরূপ পেশ করা যাইতেছে।

"যখন কোন লোক ছেজ্জদা বা রুকু আদায় করে তখন উহা আলমে আখেরাতে গিয়া বেহেশতের নমুনা ধারণ করে।"

"যখন তোমার জবান হইতে আল্লাহর প্রশংসা বাহির হয় তখনই উহা বেহেশতের পাখী বনিয়া যায়।"

"তোমার হাত দ্বারা যখনই কোন জাকাত বা ছদকা দেওয়া হয় তখনই উহা বেহেশতের মধ্যে ফলবান বৃক্ষে পরিণত হয়।"

"তোমার দানের পানি বেহেশতে পানির নহর হইবে। আর মানুষের প্রতি ভালবাসা দুধের নহরে পরিণত হইবে।"

"এবাদত ও জিকিরের লজ্জত মধুর নহরে পরিণত হইবে আর আল্লাহ প্রেমে পাগল হওয়ার লজ্জত শরাবের নহরে পরিণত হইবে।"

"তুমি যেই সব কটু কথা ও কর্কশ বাক্য লোকের সহিত ব্যবহার কর উহা পরকালে সাপ ও বিচ্ছু হইয়া তোমাকে দংশন করিবে।"

"মাওলানা রুমী (রাঃ) এইভাবে পরকালের জন্য প্রতিটি নেক আমল ও আমলের জন্য এক একটি ছবি অঙ্কন করিয়াছেন।"

"উল্লেখিত হাদীছে কোরান ও বুজুর্গানের বাণী দ্বারা প্রমাণিত হইল যে আমাদের যাবতীয় নেক ও বদ আমল অক্ষত অবস্থায় থাকিয়া কেয়ামতের দিন আজাব ও ছওয়াব হিসাবে আসল মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিবে।"

আল্লাহ পাক ফরমাইতেছেন—

"যে সামান্যতম নেক কাজও করিবে সে উহা দেখিতে পাইবে আর সামান্যতম বদ আমলও করিবে উহাও সে দেখিতে পাইবে।"

আমাদের উল্লেখিত বর্ণনাবলী কখনও তাক্বদীরের পরিপন্থী নহে। কা তাক্বদীরের ব্যাপারে এই কথা কখনও বলা হয় নাই যে তদ্বীর

উপায় উপকরণ ছাড়া একটা কিছু ঘটয়া যাইবে। বেহেশত ও দোজখে  
ওয়ার উপকরণ হইল নেক আমল ও বদ আমল। ছাহাবাগণ হুজুর (ছঃ) কে  
আমলের উপকারিতা জিজ্ঞাসা করিলে হুজুর বলেন—

“তোমরা আমল করিতে থাক, কেননা যাহাকে যাহার জন্য পয়দা করা  
হইয়াছে তাহার জন্য সেই কাজ আছান হইয়া যায়।

কোরান শরীফে বর্ণিত আছে—

“যাহারা দান করিবে এবং পরহেজগারী করিবে এবং পবিত্র কালেমা স্বীকার  
করিবে, আমি তাহার জন্য শান্তিময় স্থানকে আছান ও সহজ করিয়া দিব।  
যাহারা কৃপণতা করিবে ও বৈপর্য্য্য ভাবে চলিবে এবং পবিত্র কালানামকে  
স্বীকার করিবে, আমি তাহাদের জন্য কঠিন স্থানের শাস্তি করিব।

“আল্লাহ্ পাক কেয়ামতের দিন বলিবেন—

فَكُنْ مِنْكَ غَطَائِكَ فَبَصُرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

অর্থাৎ “আজ তোমার পর্দা উঠাইয়া দিয়াছি, কাজেই সতেজ চক্ষু দ্বারা  
আজ তুমি সব কিছু দেখিতে ছ যে, কি কর্মের কি ফল।”

হে পরওয়ারদেগার! আমাদের সুবুদ্ধি দান করুন। কোন গোনাহের  
কাজ সম্মুখে আসিলে আমাদের অন্তরে যেন উহার আজাবের ভয় মনে জাগ্রত  
হইয়া আমরা উহা হইতে ফিরিয়া থাকিতে পারি, সেই তওফীক দান করুন।  
আমিন।

## চতুর্থ অধ্যায়

### এবাদত ও উহার ফলাফলের দৃষ্টান্ত

এই অধ্যায়ে কয়েকটি এবাদতের বাস্তব দৃষ্টান্ত দলীল সহকারে লিখিত হইতেছে।

১। হজরত এবনে মাছউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন— মেরাজের রাতে হজরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সহিত আমায় সাক্ষাত হয়। তিনি বলেন, হে মোহাম্মদ (ছঃ)। আপনার উম্মতগণকে আমায় সালাম বলিবেন এবং তাহাদিগকে জানাইয়া দিবেন যে, বেহেশতের মাটি বর্ষা ও উহার পানি অতি মিষ্টি। প্রকৃতপক্ষে উহা একটি খালি ময়দান তবে উহার বৃক্ষ হইল—

ছোবহানাল্লাহ, অল্‌হামদু লিল্লাহ, অলা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ আকবার (তিরমিজী)

২। ছুরায়ে বাক্বারা ও ছুরায়ে আল এমরানের ছুরতে মেছালী হইল মেঘমাল অথবা পাখীর ঝাঁকের ছায়ার মত। হজরত নাওয়াছ এবনে ছামআন (রাঃ) বলে আমি নবীয়ে করীম (ছঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি কেয়ামতের দিন কোরান শরীফ এবং উহার উপর আমলকারীদিগকে আনয়ন করা হইবে। ছুরায়ে বাক্বারা ও আলে এমরান দুই মেঘ খণ্ডের মত আগে আগে থাকিবে। মধ্য ভাগে একটি জ্যোতিঃ থাকিবে (অভিজ্ঞ আলেমদের মতে উহা বিহুমিল্লার জ্যোতিঃ হইবে) অথবা দুই ছুরা দুই ঝাঁক পাখীর মত হইবে। দুইটি ছুরা তাহাদের পাঠকদের জন্য জোরদার সুপারিশ করিবে। (মুছলিম)

৩। ছুরায়ে এখলাছের আক্বতি বালাখানার মত হইবে, ছায়ীদ বিন মোছাইয়েব (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি

বার ছুরায়ে এখলাছ পাঠ করিবে তাহার জন্য বেহেশতে একটি বালাখানা তৈয়ার হইবে আর যে বিশবার পড়িবে তাহার জন্য দুইটি ও যে ত্রিশবার পড়িবে তাহার জন্য তিনটি বালাখানা তৈয়ার হইবে। হজরত ওমর (রাঃ) ইহা শ্রবণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, কছম খোদার ! তবেতো আমরা বেহেশতে অনেকগুলি বালাখানা তৈয়ার করিয়া লইব। হুজুর (ছঃ) বলেন, আল্লাহ পাকের দান তার ক্ষম্যে বেশী হইতে পারে।

৪। জারী আমল বা ছদকায়ে জারিয়ার ছওয়াব প্রবাহিত নহরের মত। মুল আলা (রাঃ) বলেন, আমি খাবের মধ্যে ওসমান এবনে মাজউন (রাঃ) এর ন্যায় একটা প্রবাহিত নহর দেখিতে পাই। এই খাব হুজুরের খেদমতে বর্ণনা করিলে তিনি বলেন, উহা তাহার ছদকায়ে জারিয়ার নহর।

৫। পরহেজগারীর আকৃতি উত্তম পোশাকের মত। আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, হুজুর (ছঃ) ফরমাইয়াছেন, আমি স্বপ্নে দেখিতে পাই যে, জামা পরিধান করিয়া লোকজন আমার সম্মুখে পেশ হইতেছে। কাহারও জামা বুক পর্যন্ত ছিল আর কাহারও উহার নীচ পর্যন্ত তবে হজরত ওমরকে দেখিতে পাই যে, তাহার জামা এত লম্বা ছিল যে, উহা মাটির সহিত লাগিয়া যাইতেছে। তাহার আরাধনা করিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ ! ইহার অর্থ কি? হুজুর (ছঃ) বলেন, উহা তাহাদের দীনদারীর প্রতিকৃতি স্বরূপ।

৬। এলেমের ছুরতে মেছালী হইল দুধের মত। এবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, আমি খাবে দুধ পান করিতে দেখি, এমনকি হজরত তা'হীর নখের ভিতর পর্যন্ত প্রকাশ পায়, অতঃপর যাহা বাকী ছিল হজরত ওমরকে দিয়াছিলাম। লোকজন আরজ করিল, হুজুর ! উহার তাবীর কি? তিনি বলিলেন 'এলেম দীন'।



৭। নামাজের আকৃতি নূরের মত। আবদুল্লাহ্‌ এব্‌নে আমর (রাঃ) বলেন, একদা হুজুর (ছঃ) নামাজের উল্লেখ করিয়া এরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি নামাজের হেফাজত করিবে উহা কেয়ামতের দিন তাহার জন্য নূর দলীল এবং নাজাতের কারণ হইবে।

৮। ধর্মের সোজা পথে চলার আকৃতি পুলছেরাতের মত হইবে। ইমাম গাজ্জালী (রঃ) "হল্লে মাছায়েলে গামেজা" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, পুলছেরাতের উপর ঈমান আনা প্রত্যেকের উপর জরুরী। লোকে যে বলে পুলছেরাত চুলের মত চিকন, প্রকৃত পক্ষে পুলছেরাতের এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে অন্যায় হইবে। কারণ উহা চুল হইতেও বারিক বরং চুল ও পুলছেরাতের মধ্যে বারিক হিসাবে কোন তুলনাই হইতে পারে না। রৌদ্র এবং ছায়ার মাঝখানে জ্যামিতিক রেখা রহিয়াছে যাহাকে ছায়াও বলা চলে না, রৌদ্রও বলা চলে না, পুলছেরাত ঠিক উহার অনুরূপ নেকী ও বদীর মধ্যবর্তী সীমা রেখাও তদ্রূপ, উহাকেই ছেরাতে মোস্তাকীম বলা হয়। যেমন অমিতব্যয়িতা ও কৃপণতার মধ্যবর্তী সীমা রেখার নাম ছাখাওয়াত, সীমাহীন সাহসিকতা ও কাপুরুষতার মধ্যবর্তী গুণের নাম বাহাদুরী। এইভাবে প্রত্যেক কাজের মধ্যাবস্থা অবলম্বনের নাম ছেরাতে মোস্তাকীম। আর উহাই প্রশংসনীয়। সামান্যতম এদিক ওদিক হইলে আর মধ্যবর্তিতা রহিল না। যাহারা দুনিয়াতে এই ছেরাতে মোস্তাকিমে থাকার অভ্যাস ছিল তাহারা কেয়ামতের দিন পুলছেরাতের উপর দিয়া বরাবর চলিয়া যাইবে। কাজেই বুঝা গেল যে, পুলছেরাত পার হওয়াও আমাদের আমলের উপরই নির্ভর করে।

এইসব দলিল প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, আখেরাতের কারখানা কোন এলোপাখাড়ী বস্তু নহে যে যাহাকে ইচ্ছা পাকড়াও করিয়া জাহান্নামে ফেলিয়া দেওয়া হইল আর যাহাকে ইচ্ছা সোজা বেহেশতে প্রবেশ করাইয়া

দেওয়া হইল। ইয়া আল্লাহ্ পাকের সবকিছু কুদরত আছে বটে কিন্তু তাহার অভ্যাস ও ওয়াদা হইল, যেইরূপ করিবে সেইরূপ পাইবে। এইজন্যই ফরমাইয়াছেন—

مَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

“অর্থাৎ আল্লাহ্ কাহারও উপর জুলুম করিবার পাত্র নহেন বরং তাহারাই আপন নফ্‌ছের উপর জুলুম করিয়াছিল।”

আরও ফরমাইতেছেন—

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ

“স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে দৌড়াও এবং এমন বেহেশতের দিকে যাহার পরিধি হইল আছমান ও জমীনের সমান।”

যদি বেহেশতে প্রবেশ আমাদের এখতিয়ারে না থাকিত তবে উহার দিকে দৌড়াইবার হুকুম কেন দেওয়া হইল? ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল জান্নাতে প্রবেশ করা আমাদের এখতিয়ারভুক্ত। এই জন্যই যে সমস্ত আমলের দ্বারা বেহেশত লাভ করা যায় আয়াতের শেষাংশে ঐগুলির বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। আয়াতের অর্থ হইল এইঃ

“বেহেশত তৈয়ার করা হইয়াছে ঐসব পরহেজগার ব্যক্তিদের জন্য যাহারা সচ্ছলতায় ও অসচ্ছলতায় দান-খয়রাত করে এবং রাগের সময় সংযম এখতিয়ার করে ও অপরাধীকে মাফ করিয়া দেয়। আর আল্লাহ্ পাক এইরূপ নেককারদিগকে ভালবাসেন এবং বেহেশত তৈয়ার করিয়াছেন ঐসব লোকের জন্য যাহারা ঘটনাচক্রে লজ্জাকর গোনাহের কাজ করিয়া ফেলিলে অথবা আপন নফ্‌ছের উপর জুলুম করিলে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে ও কৃত গোনাহের

জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ ব্যতীত কে-ই বা গোনাহ্ মাফ করিতে পারেন? তাহারা যে গোনাহ্ করিয়াছে জানিয়া শুনিয়া তাহারা উহার উপর হটকারিতা করিয়াও বসিয়া থাকে না।”

তারপর আল্লাহ্ তায়ালা আরও ফরমাইয়াছেন—

“এসব লোকের পুরস্কার তাহাদের প্রতিপালকের তরফ হইতে ক্ষমা ও এমন বেহেশত যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত। তাহারা সেখানে অনন্তকাল অবস্থান করিবে। আমলওয়ালাদের পুরস্কার কতইনা উত্তম।”

দুনিয়ার রীতি হইল প্রিয় জিনিসের আছবাবও প্রিয়। যেমন বোঝা বহনকারী কুলি জানে যে, বোঝা উঠাইলে সে পয়সা পাইবে তাই তাহারা আপোসে বোঝা নিয়া কাড়াকাড়ি করে এবং বোঝার দরশন কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তাহারা উহাতে একপ্রকার স্বাদ ও লজ্জত অনুভব করে। সুতরাং বেহেশত লাভ ও আল্লাহ্ দীদার হাছেল হওয়া মাহবুব এবং পছন্দনীয় হওয়া সত্ত্বেও উহার জন্য নেক কাজ করা আমাদের নিকট কেন প্রিয় হইবে না? হাদীছে বর্ণিত আছে—

বেহেশতের মত মহৎ জিনিসের প্রার্থী হইয়াও গাফলতের ঘুমে বিভোর থাকা এমন আশ্চর্য জিনিস দেখি নাই।”

আল্লাহ্ পাক বলেন—

وَأَنَّهُمَا لَكَبِيرَةٌ ۖ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ۚ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ ۚ

“এবং নিশ্চয় নামাজ অতি কঠিন বস্তু, কিন্তু যাহারা আল্লাহকে ভয় করে ও এই কথা মনে করে যে তাহারা আপন প্রতিপালকের সহিত মিলিত হইবে, তাহাদের নিকট উহা মোটেই কঠিন বস্তু নহে।”

হাদীছ শরীফে হুজুরে পাক (ছঃ) বলেন—

‘নামাজের মধ্যে আমার চক্ষুর তৃপ্তি নিহিত রহিয়াছে।’

উল্লেখিত বর্ণনার দ্বারা পরিস্কার বুঝা গেল যে, যাবতীয় আজাব ও ছওয়াব আমাদেরই হাতে। যে ব্যক্তি বেহেশতের মধ্যে বেশী বেশী করিয়া বৃক্ষ লাভ করিতে চায় সে যেন ছোব-হানাল্লাহ আল্‌হামদুলিল্লাহ অলা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ অধিক পরিমাণে পড়ে। আর যে ক্বিয়ামতের প্রথর রৌদ্রে সুশীতল ছায়া লাভ করিতে ইচ্ছা করে, সে যেন ছুরা বাক্বারা ও ছুরা আল এমরান পড়িতে থাকে এবং যে জান্নাতের মধ্যে ঝরণা লাভের প্রত্যাশা করে সে যেন ছদকায়ে জারিয়া করিয়া যায়। বেহেশতের মধ্যে বেশী বেশী পোশাক পাইতে হইলে পরহেজগারী এখতিয়ার করিবে। দুধের নহর বা হাওজে কাওছারের আশা করিলে এল্‌মে দ্বীন হাছেল করিবে। পুলছেরাত বিজ্লরি মত পার হইতে চাহিলে, শরীয়তের উপর মজবুত থাকিবে। পুলছেরাতে নূরের আকাংখা করিলে, নামাজের এহতেমাম করিবে। বেহেশতে অধিক মহল পাইতে হইলে, কুলছওয়াল্লাহ শরীফ বেশী বেশী পড়িবে। এইভাবে যেই নেয়ামতই পাইতে ইচ্ছা হয় উহার আছবাব এখতিয়ার করিলে তাহা মিলিয়া যাইবে।

سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِي لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ وَلَا  
يُفِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

## পরিশিষ্ট

### কতিপয় বিশিষ্ট আমলের উপকারিতা ও অপকারিতা

সাধারণতঃ যে কোন সং কাজই উপকারী এবং যে কোন বদ কাজই অপকারী। তবে কিছু সংখ্যক আমল নেক হউক বা বদ হউক অন্যান্য নেক ও বদ আমলের মূল উৎস স্বরূপ। ঐগুলির এহতমাম করিলে যাবতীয় বিষয় সহজে এছলাহ্ হইয়া যায়।

### কয়েকটি বিশিষ্ট নেক আমল

১। এল্‌মে দীন শিক্ষা করা : ইহা শিক্ষা করার দুইটি তরীকা আছে। কিতাব পড়িয়া ও ওলামাদের সংসর্গে থাকিয়া। বরং কিতাব পড়ার পরেও কামেল আলেমদের ছোহবতে থাকা জরুরী। তবে যে কোন আলেমের নয় বরং যাহারা এলেমের উপর নিজে আমল করেন, শরীয়ত এবং মারেফত দুই দিকেই রক্ষা করিয়া চলেন। ছন্নতের তাবেদারী করেন, মধ্যমপন্থী হন, উগ্রপন্থী বা নরম পন্থী না হন, মাখলুকের উপর দায়বান হন, গোড়ামী বা শত্রুতা না রাখেন এমন সব ওলামাদের ছোহবত হাছেল করিবে। ইনশাআল্লাহ্ তালাশ করিলে এই জমানায় এইরূপ ওলামায়ে কেরাম পাওয়া যায়। কেননা ভুজুর (ছঃ) ফরমাইয়াছেন—

আমার উম্মতের মধ্যে একদল লোক চিরকালই হকের উপর মজবুত থাকিবে। কেহ তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তাহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।

(এখানে আসিয়া হজরত থানবী (রঃ) সেই জমানার কয়েকজন বুজুর্গানে দ্বীনের নাম পেশ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মোরশেদে কামেল হজরত হাজী এমদাদুল্লাহ্ হাহেব, মজরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী (রঃ), হজরত জনাব আবুল হাছান ছাহারান পুরী হাহেব, হজরত মাওলানা মাহমুদুল হাছান দেওবন্দী

ছাহেব প্রমুখ বুজুর্গের নাম তিনি উল্লেখ করেন। তবে আফ্ছেছ এসব বুজুর্গানের মধ্যে বর্তমানে একজনও জীবিত নাই। হ্যাঁ তাঁহাদের সুযোগ্য খলীফাগণ অনেকেই এখনও জীবিত থাকিয়া উম্মতের জাহেরী ও বাতেনী এছলাহ করিতেছেন)।

২। নামাজঃ যে কোন প্রকারেই হউক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পাবন্দীর সহিত আদায় করিবে এবং যথাসম্ভব জমাতের সহিত পড়িবার চেষ্টা করিবে। নামাজের দ্বারা আল্লাহর সঙ্গে এক প্রকার সম্পর্ক পয়দা হয় যাহার বরকতে ইনশা-আল্লাহ তাহার যাবতীয় হালত দুরন্ত হইয়া যায়। কেননা স্বয়ং আল্লাহ পাক বলেন—

“নিশ্চয় নামাজ যাবতীয় নির্লজ্জ ও অশীল কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখে।”

৩। যথাসম্ভব কম কথা বলিবে ও লোকের সহিত মেলামেশা কম করিবে। যাহা কিছু বলিবে চিন্তা ফিকির করিয়া বলিবে। ইহা এমন একটি হাতিয়ার যদ্বারা মানুষ অনেক বিপদ হইতে বাঁচিয়া যায়।

৪। মোরাক্বাবা ও মোহাছাবা : অধিকাংশ সময় মনের মধ্যে এই ধ্যান রাখিবে যে, আমি আমার পরওয়ারদেগারের সামনে আছি। তিনি আমার যাবতীয় কাজ কর্ম ও অবস্থান দেখিতেছেন। ইহার নামই “মোরাক্বাবা।”

মোহাছাবা অর্থ দিবা রাত্রির মধ্যে যে কোন এক সময় নির্জনে বসিয়া এইরূপ খেয়াল করিবে যে, আজ সারাদিন আমি কি কি কাজ করিয়াছি, এখনই আল্লাহর দরবারে হিসাব নিকাশ হইতেছে, আর আমি উহার উত্তর দিতে অক্ষম।

৫। তওবা ও এস্তুগ্ফার : যখনই কোন গোনাহের কাজ হইয়া যায় তখনই অপেক্ষা না করিয়া নির্জনে ছেজ্‌দায় পড়িয়া কাতর স্বরে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। কান্না আসিলে কাঁদিবে। তা না হয় কান্নার অন করিবে।

এই পাঁচটি জিনিস যথা— এলেম ও ছোহবতে ওলামা, নামাজে পাঞ্জগানা, কম কথা বলা, ও কম মেলামেশা করা, মোরাক্বা বা মোহাছাবা এবং তওবা ওএস্তেগ্ফার এই পাঁচ ফর্মুলার উপর আমল করিতে পারিলে ইনশাআল্লাহ যাবতীয় এবাদতের দরওয়াজা খুলিয়া যাইবে।

### কয়েকটি গুরুতর বদ আমল

১। গীবত বা পরনিন্দা : গীবতের দরুণ দুনিয়া ও আখেরাতে অনেক খারাবী সৃষ্টি হয়। কিন্তু আজকাল বহু লোক ইহাতে গ্রেপ্তার রহিয়াছে। গীবত ইহাতে বাঁচিবার সহজ উপায় এই যে, বিনা কারণে কাহারও আলোচনাই করিবে না বা শুনিবে না। ভাল বিষয়ও বৃথা আলোচনা করা ঠিক নহে। নিজের প্রয়োজনীয় কাজে মশগুল থাকিবে। যে ব্যক্তি সময়ের মর্যাদা বুঝে তাহার অন্যের সমালোচনা করার সময় কোথায়?

২। জুলুম করা : জ্ঞান মাল ও জবান দ্বারা কাহারও হক নষ্ট করা বা ইজ্জত নষ্ট করা বা যে কোন প্রকার কষ্ট দেওয়া নিতান্ত গর্হিত কাজ।

৩। নিজকে বড় মনে করা : অন্যকে ছোট মনে করা, জুলুম ও গীবত হিংসা ও হাছাদ ইত্যাদি কু-অভ্যাস উহা দ্বারা পয়দা হয়।

৪। ক্রোধ : রাগের সময় মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। সেই সময় কোন কাজ করিলে পরে অনুতাপ করিতে হয়। অবশ্য সেই অনুতাপে কোন লাভও হয় না। কোন কোন সময় সারা জীবন উক্ত দুঃখে গ্রেপ্তার থাকিতে হয়।

৫। কু-দৃষ্টি : গায়র-মহরম পুরুষ বা স্ত্রীর সহিত যে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখা, তাহার সহিত কথা বলা, দেখা দেওয়া, খোশ আলাপ করা বা তাহার পছন্দসই আপন পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করা অথবা তাহার মনতুষ্টির জন্য নরম কথা বলা ইহার সব কিছুই অনেক অবটনের মূল। আমি সত্য কথা বলিতেছি ইহা দ্বারা যে সব খারাবী পয়দা হয় তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না।

৬। হারাম ও সন্দেহজনক খাদ্য : ইহা দ্বারা অন্তরে যাবতীয় অন্ধকার ও কালিমার সৃষ্টি হয়। কেননা, হারাম বস্তু খাদ্যে পরিণত হইয়া সমস্ত শরীর ছড়াইয়া যায় সুতরাং যেমন খাদ্য তেমন তা'ছীর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে ফুটিয়া উঠে।

এই ছয়টি গোনাহ্ ছাড়িতে পারিলে ইনশাআল্লাহ্ অন্যান্য গোনাহ্ পরিত্যাগ করা সহজ হইয়া যাইবে। হে খোদা ! আমাদিগকে তওফীক দান করুন।

কয়েকটি সন্দেহজনক প্রশ্নের উত্তর : সন্দেহ দুই প্রকার এক প্রকার সন্দেহের দরুণ মানুষ কাফের হইয়া যায়। যেমন কেহ বলিল, দুনিয়া নগদ, আখেরাত বাকী। কাজেই বাকী হইতে নগদ ভাল। অথবা কেহ বলিল, দুনিয়ার লজ্জত নগদ সত্য আর আখেরাতের লজ্জত সন্দেহজনক। এইসব সন্দেহের দরুণ মানুষ কাফের হইয়া যায়। কাজেই কাফেরদের সন্দেহের উত্তর আমি দিতেছি না।

১। প্রশ্ন : আল্লাহ তায়ালা বড় গাফুরুর রাহিম। তাঁহার শান অনুসারে আমার গোনাহ্ মাফ করিয়াই দিবেন।

উত্তর : নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক গাফুরুর রাহীম কিন্তু তিনি কাহহার এবং প্রতিশোধ গ্রহণকারীও বটে সুতরাং তুমি কি করিয়া জানিতে পারিলে যে তোমার ভাগে শুধু রহমতই পড়িবে। সম্ভবতঃ গজব এবং প্রতিশোধও ত হইতে পারে। তদুপরি আয়াতের দ্বারা বুঝা যায়, গাফুরুর রাহীম ঐ ব্যক্তির জন্য যে পিছনের গোনাহের জন্য তওবা করিয়া ভবিষ্যতে সংপথে চলে। যেমন এরশাদ হইতেছে—

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ  
بَعْدِ ذَلِكَ وَأَمْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ



অর্থাৎ "আপনার প্রতিপালক এসব লোকের জন্য গাফুরুর রাহীম যাহারা মুখতা বশতঃ পাপ করিয়াছে ও পরে তওবা করিয়া আপন আমলের এছলাহ করিয়া লইয়াছে।"

অতএব বুঝা গেল যে, খোদা তায়ালার ক্ষমা ও রহমত পাইতে হইলে তওবা করিয়া সৎপথে চলিতে হইবে।

২। প্রশ্ন : কেহ কেহ বলে, মিয়া ! এত তাড়াতাড়ি কেন ! এখনও তওবা করিবার যথেষ্ট সময় রহিয়াছে।

উত্তর : তুমি কিভাবে জানিতে পারিলে যে, এখনও অনেক সময় আছে ? সম্ভবতঃ রাতে শোয়া অবস্থাতেই জীবন লীলা সাজ হইয়া যাইবে। অথবা যদি কয়েকদিন বাঁচিয়াও থাক হয়ত আজ কাল করিয়া তওবার সুযোগই পাইবে না।

তদুপরি মনে রাখিবে গোনাহ্ যত বাড়িবে দিল তত কালো হইতে থাকিবে, এইভাবে একদিন তওবার তওফীক্ হারাইয়াই মৃত্যু বরণ করিতে হইবে।

৩। প্রশ্ন : কেহ কেহ বলে মিয়া ! গোনাহ্ ত করিব অতঃপর তওবা করিয়া মাফ করাইয়া লইব।

উত্তর : লোকটিকে এই কথা বলিতেছি যে, খানিকটা আপনার একটি আঙ্গুল আগুনের মধ্যে ধরিয়া রাখুন, অবশ্য আমি তারপর ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিব। ইহাতে আপনি কি রাজী হইবেন ? কখনই না, তবে গোনাহের উপর এত সাহস কেন ? লোকটি কি করিয়া জানিল যে, সে তওবা করিতে পারিবে আর যদি তওবা করিলই সত্য, কিন্তু তওবা কবুল করা আল্লাহর উপর ওয়াজেব নয়। বরং অনেক গোনাহ্ ত এমন আছে যাহা তওবা করিলেও মাফ হয় না বরং হকুদারের নিকট হইতে মাফ করিয়া লইতে হয়।

৪। প্রশ্ন : একটি সন্দেহ এই হয় যে, তাক্বদীরে গোনাহ্ লেখা আছে কাজেই আমাদের দোষ কি ?

উত্তর : ইহাত বড় সস্তা কথা, প্রত্যেক ব্যক্তিই এই বলিয়া গোনাহ করিতে পারে। আরে ভাই বলত দেখি, যখন তুমি গোনাহ কর তখন কি তাক্বদীরের কথা মনে করিয়া কর? কখনই না বরং নফ্‌ছের ধোকায়া গোনাহ করার পর এইসব বাহানার কথা মনে পড়ে। আর তাক্বদীরের উপর এত বিশ্বাস থাকিলে কেহ তোমাকে জান মালে কষ্ট দিলে তাহার উপর রাগ হও কেন? কেন প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা কর? তখন তাক্বদীরের উপর কোথায় বিশ্বাস থাকে?

৫। প্রশ্ন : তাক্বদীরে বেহেশত থাকিলে বেহেশতে যাইব আর দোজখ থাকিলে দোজখে যাইব, কাজেই পরিশ্রম করিয়া লাভ কি?

উত্তর : যদি তাক্বদীরের উপর এত বিশ্বাস থাকে তবে দুনিয়ার কারবারে কেন তদ্বীর কর এবং এত কষ্ট কর? পেটের জন্য হাল চাষ কর, বীজ বপন কর, ভাত পাকাও, লোকমা বানাইয়া মুখে দাও, চাকুরী কর, মাথার ঘাম পায়ে ফেল। সন্তানের আশা করিলে বিয়ে-শাদী কর, যদি কিছমতেই লেখা থাকে তবে ত নিজে নিজেই পেট ভরিয়া যাইবে, সন্তান হইয়া যাইবে। এত সব আয়োজনের আর কি দরকার?

কাজেই বুঝা গেল, দুনিয়াদারী কাজের জন্য যেইরূপ তদ্বীর করিতে হয় আখেরাতের নেয়ামতের জন্যও নেক আমল করিতে হইবে।

৬। প্রশ্ন : হাদীছে বর্ণিত আছে, "বান্দা আমার সহিত যেমন ধারণা রাখে আমিও তাহার সহিত তেমন ব্যবহার করিয়া থাকি।" কাজেই খোদার সহিত আমার নেক ধারণা আছে, তিনি মাফ করিয়া দিবেন।

উত্তর : ইহা একটি জবরদস্ত ধোকা, কারণ নেক গুমানের অর্থ হইল আমল করিয়া আল্লাহর উপর নেক ধারণা করিবে। নিজের আমলের উপর ভরসা করিয়া বসিয়া থাকিবে না। কেননা তদ্বীর ছাড়িয়া শুধু নেক ধারণা ধোকা ছাড়া আর কিছুই নয়। যেমন বীজ বপন না করিয়া ফসলের আশা করা পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নয়।

৭। প্রশ্ন : একটি ধোকা এই যে, কেহ কেহ বলিয়া থাকে যে, আমরা অমুক বুজুর্গের আওলাদ অথবা অমুক পীরের মুরীদ বা অমুক বুজুর্গের সহিত মহব্বত রাখি কাজেই আমরা যাহাই করি না কেন আল্লাহ পাক মাফ করিয়া দিবেন।

উত্তর : বন্ধুগণ ! যদি এমন কথাই যথেষ্ট হইত তবে আল্লাহর নবী আপন কলিজার টুকরা ফাতেমাকে নিশ্চয় বলিতেন না যে—

“হে ফাতেমা ! নিজেকে নিজে দোজখ হইতে বাঁচাও। কেননা আল্লাহর দরবারে কোন বিষয়ে আমি তোমার জন্য যথেষ্ট নই।

অর্থাৎ ঈমান ও নেক আমল না থাকিলে শুধু নবীর বেটি পরিচয়েও কোন লাভ হইবে না। হ্যাঁ পরহেজগারীর সহিত কোন বুজুর্গের সঙ্গে সম্পর্ক থাকিলে যেমন “সোনায়ে সোহাগা।”

আল্লাহ তায়ালা ফরমাইয়াছেন—

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও তাহাদের সন্তান সন্ততিগণ ঈমানের ব্যাপারে তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে, আমি সেই আওলাদগণকে তাহাদের সহিত মিলাইয়া দিব।”

অর্থাৎ বাপদাদার বুজুর্গীর বরকতে তাহাদের আওলাদগণকে যদি তাহারা নেককার হন বাপদাদার সহিত মিলাইয়া দিবেন। আর যদি ছেলেরা নিজেরাই গোমরাহ, তবে তাহাদের জন্য কোন ওয়াদা নাই।

৮। প্রশ্ন : একটি ধোকা হইল এই যে, আমাদের এবাদতের দ্বারা আল্লাহর কি লাভ হইবে?

উত্তর : ইহা সত্য কথা যে, আল্লাহ পাকের কোন জিনিসের আবশ্যক নাই কিন্তু আমাদের তো আবশ্যক আছে। যেমন কোন ডাক্তার দয়া করিয়া কোন রুগীর জন্য কোন ঔষধ বাতলাইয়া দেন আর মুখ রুগী ভাবিল যে, আমার ঔষধ খাইলে ডাক্তার সাহেবের কি লাভ হইবে? তাই আমি কেন কষ্ট

করিব? আরে নির্বোধ! ডাক্তারের উপকার হইবে না সত্য কিন্তু তোমার তো রোগ সারিবে আর তুমি ত স্বাস্থ্য লাভ করিবে।

৯। কোন কোন বে-অকুপ আলেম বলিয়া থাকেন, আমরা ওয়াজ নহীহত করিয়া কত লোককে আমলওয়ালা বানাইতেছি, কাজেই তাহাদের ছওয়াব আমরাও পাইব। ইহাতে আমাদের সমস্ত গোনাহের কাফ্যারা হইয়া যাইবে। আবার কেহ বলেন, ছেব্‌হানাল্লাহে অ-বেহামদিহী পড়িলে এবং আরফা ও আশুরার রোজা রাখিলে কত শত গোনাহ মাফ হইয়া যায় ইত্যাদি।

উত্তর : যদি এই সব আমলই যথেষ্ট হইত তবে যাবতীয় হুকুম আহকাম বেকার হইয়া যাইত। মনে রাখিবে হাদীছের কিতাবে ঐসব আমলের সহিত এই শর্তও রাখা হইয়াছে যে,

إِذَا اجْتَنَبْتَ الْكَبَائِرُ

অর্থাৎ "ঐসব আমল দ্বারা ছগীরা গোনাহ সমূহ মাফ হইয়া যাইবে যদি কবীরা গোনাহসমূহ হইতে আত্মরক্ষা করা যায়।" তদুপরি ওয়াজ নহীহতকারী আলেমদের ত বিপদ আরও বেশী! হাদীছে বে-আমল বক্তাদের কঠোর সাজার কথা বর্ণিত আছে।

১০। একটি খোকা এই যে, কোন কোন জাহেল ফকীরগণ বলিয়া থাকে যে, আমরা রিয়াজত মোজাহাদা করিয়া ফানাফিল্লার দরজায় পৌছিয়াছি। কাজেই এখন আমরা কিছুই করিতেছি না বরং সবকিছু তিনিই করেন। এইসব ভণ্ড ফকীরগণ আরও বলিয়া থাকে যে, এক ফোটা পেশাব কি সাগরকে নাপাক করিতে পারে? আবার বলে আমরা খোদার সহিত মিশিয়া গিয়াছি কাজেই এবাদত কাহার করিব আর নাফরমানীই বা কাহার করিব? আবার বলিয়া থাকে, আসল মক্কা হইল তাঁহার জিকির। জিকির হাছেল হইলে আর নামাজ রোজার দরকার নাই, আবার কেহ কেহ বলে শরীয়ত ভিন্ন; তরীক্বত ভিন্ন; শরীয়তে অনেক জিনিস নাজায়েজ হইলেও তরীক্বতে উহা জায়েজ।

উত্তর : এইসব অসার কথাগুলির মূল হইল মূর্থতা। এইসব ভণ্ড ফকীরদের মা'রেফাত বা ছলুকতো দূরের কথা সাধারণ এলেম কালামও ইহাদের নাই। এইসব অনেক উক্তির দ্বারা কাফের পর্যন্ত হইয়া যায়।

এইসব কাণ্ড জ্ঞানহীন উক্তির মোটা উত্তর হইল এই যে, রাছুলে আকরাম (ছঃ) হইতে বড় তওহীদওয়ালারা আর কেহ ছিলনা আর ছাহাবায়ে কেরামের চেয়ে বড় শিক্ষাও আর কেহ লাভ করে নাই। এতদসত্ত্বেও তাঁহারা কি কখনও এইরূপ কথা বলিয়াছেন? সকলেই উত্তর দিবেন "না" তবে এইসব ভণ্ড ফকীরগণ এইরূপ আজোবাজে কথা কোথায় পাইল?

হুজুর (ছঃ) ও ছাহাবাদের খোদাভীতি, পরহেজগারী, তওবা এস্তেগ্ফার, ও নেক আমলের কোশেখ দেখিয়া সকলেই একবাক্যে বলিতে বাধ্য যে, হুজুরে পাক (ছঃ) ও ছাহাবাদের পদাঙ্ক অনুসরণ ব্যতীত নাজাত ও খোদা প্রাপ্তির কোন প্রকার আশা করা যায় না।

## আখেরী গোজারেশ্

( অনুবাদকের পক্ষ হইতে )

আলহামদু লিল্লাহ্ অদ্য একুশে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭ ইং মোতাবেক ৯ই ফাল্গুন ১৩৮৩ বাংলা এই কিতাবের অনুবাদ শেষ হইল। পাঠক বৃন্দের খেদমতে বড়ই কাতর স্বরে অনুরোধ, তাঁহারা যেন এই কিতাবের মূল হযরত থানবী (রঃ) এর জন্য দোয়া করার সাথে সাথে এই পাণ্ডীষ্ট খাক্‌ছার অনুবাদকের জন্যও দোয়া করেন। যেন আল্লাহ্ পাক আপন রহমতে কামেলার উছিলায় এই কিতাবের বিষয় বস্তুর উপর আমল করিবার তওফীক দান করেন ও পরকালে আমাকে ও আমার মাতা পিতা ও পীর ও ওস্তাদগণকে স্বীয় রহমতের ছায়ায় স্থান দান করেন। আমীন, ছুমা আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

স্বাক্ষর